

যোগ ও জীবন

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ

‘ଯୋଗରେହଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା’ ଏବଂ ‘ସରସଙ୍ଗ : ଜୀବନ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ’ ଦୁଇଟି ମର୍ମସର୍ବୀ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକ ଯୋଗ ଉପଲ୍ଲାପିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁସବୁ ଆତିହାସିକ ଉଦାହରଣମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ସହଜ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଳୀଳ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ କିପରି ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅପୂର୍ବ ତାହା ସ୍ଵର୍ଗ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାଧନା – ପଥରେ ସରସଙ୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଦାନ କଥା ସ୍ଵରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁନଃ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ୍ରମ ଓ ମହିଳା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଯଥାର୍ଥରେ ସରସଙ୍ଗ ଗୋପୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଚୀତ ହୋଇଛି । ଆସମାନଙ୍କର ଆଶା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନପିପାସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୁଣିକା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ।

সমষ্টি কার্য্য নথায় পূৰ্বক অন্যত হিত সকাশে হুৰে। এহিপৰি ব্যক্তিঙ্ক দ্বাৰা যথাৰ্থৰে দেশৰ উন্নতি হুৰে
এবং দেশৰ দারিদ্ৰ্য দূৰহুৰে।

শান্তি, সত্ত্বাষ, আনন্দ, জ্ঞান, বিবেক এহি দিব্যগুণ নৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিগত বিচার দ্বাৰা
উপলব্ধ হুৰে নাহিৰ, হুৰে ভগবানক প্রাপ্তিৰে। কাশণ এহি সবু গুণৰ পুঁজীভূত বিগ্ৰহ হেৱছন্তি ভগবান।
যেৱঁ সাধু সন্ধি, রশি মুনি, মহামা, মহাপুৰুষমানে ভগবানকু উপাসনা কৰিছন্তি ষেমানানে এহি দিব্যগুণ
প্ৰাপ্তি কৰিছন্তি। ষেমানে হেৱছন্তি অচুতানন্দ দাস, মাধব দাস, ভাগবতকাৰ জগন্মাথ দাস, সমৰ্থ
ৱামদাস, জ্ঞান দেব, নাম দেব, গোস্বামী তুলসী দাস, সুৱ দাস ওগৱে মহাপুৰুষ। এমানক পাখৰে
সাংস্কৱিক কৌশল ঔশ্বর্য্য ন থুলা। থুলা শান্তি সত্ত্বাষৰ ঔশ্বর্য্য। ষেহি সকাশে ষেমানক চৱণৰে
ৱাজা মহারাজামানে মন্ত্রক নত কৰুথুলে। কিন্তু এমানে সংসার কৰ্ম ত্যাগ কৰি ব্যক্তিগত ভাবে এহি
দিব্যগুণ প্ৰাপ্তি কৰিথুবাৰু এমানক জ্ঞান আনন্দময় হেলা কিন্তু এমানক দ্বাৰা সংসারৰে ছায়া সুখ শান্তি
প্ৰতিষ্ঠা হোৱ পাৰিলা নাহিৰ। ঠিক এহাৰ বিপৰীত হেলা সংসার ব্যক্তিমানকৰ। ষেমানে অধাৰ্ম সচ্যৰ
আশুম ন নেৱ, অচুতৰে শান্তি সত্ত্বাষ আনন্দাদি দিব্যগুণ প্ৰাপ্তি কৰিবা প্ৰয়াস ছাড়ি কেবল ভৌতিক কৰ্ম
দ্বাৰা সংসারৰে সামাজিক ছাপন ও সংসারৰ উন্নতি সাধনৰ প্ৰয়াস কলে, পৰিণামৰে সৃষ্টি আৱন্মৰু
আজি পৰ্য্যন্ত সংপলতা পাইপৰিলো নাহিৰ।

কুৱ মিথ্যাচাৰ, অন্যায়, কলাবজ্ঞাৰ, লাঞ্চ, মিছ, হিংসা তথা যুদ্ধৰ তাৰ্ণব নৃত্য বড়ি চালিলা।
দেশৰ উন্নতি সকাশে ভৌতিক কৰ্মৰ যদ্যপি আবশ্যিক তথাপি এহাৰ ভিত্তি হেবা উচিত শান্তি, সত্ত্বাষ,
আনন্দ, জ্ঞান, বিবেক। সময় আৰি ন থুকাৰু অধাৰ্ম-দিব্যগুণ তথা সংসার কৰ্মৰ সংযোগ হোৱপাৰি ন
থুলা। বৰ্ষমান তা'ৰ সময় আৰিছি; মা' শ্ৰীঅৰবিন্দ অতিমানস শক্তিকু এহি পৃথুবীৰে উচাৰি আৰি অছন্তি।
ব্যক্তি অতিমানস শক্তিৰ আশুম গুহুণ কৰি অধাৰ্ম রাতিৰে কৰ্মকলে সংসার হেব সুৰ্গতুল্য ঔশ্বর্য্যশাল।
ব্যক্তি নিবাস কৰিবে পৱন আনন্দৰে। এহা হেব শ্ৰীঅৰবিন্দক যোগ দ্বাৰা মণিষৰ মন-প্ৰাণ শৰারৰ
ৰূপান্তৰ, পৃথুবীৰে অতিমানস জাতিৰ প্ৰতিষ্ঠা হেবাৰে। এহাহি প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ লক্ষ্য। এহি কাৰ্য্য মা
কুৰুৎস্তু। যোগ কেবল সন্ধানামানক সকাশে নুহোঁ, প্ৰত্যেক ব্যক্তি ষক্তি সকাশে। এহা সংসারৰ উন্নতি
নিমিত্ত অপৰিহাৰ্য্য। যোগছত্বা পৰিবাৰৰে কলহ-নিবৃত্তি, সত্ত্বান সক্ষিপ্তি, দেশৰ উন্নতি, দেশৰ সুখশান্তি
ছাপন, দেশ দেশ মথুৰ যুদ্ধ নিবৃত্তি কদাপি হোৱপাৰে নাহিৰ।

মহাভাৰত চৰিত্ৰ

দিলুৱ্যৰ মহারাজ দুর্যোধনকৰ ভোজন-বস্ত্র-বাস ছানৱ অভাৱ ন থুলা। যে থুলে
মহারাজাধুৰাজ। সমষ্টি ঔশ্বর্য্য তাঙ্ক চৱণৰে লোমুথুলা। রাজামানে তাঙ্ক আজ্ঞাকু অপেক্ষা কৰি রহুথুলে।
দুর্যোধনকৰ থুলে শহে জাল। তাঙ্ক পিতাঙ্ক ছোট জাল পশুক পুত্ৰ থুলে যুধুষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন,
নকুল, সহদেব। এমানে থুলে ধাৰ্মিক, নথায় পৱায়ণ, বীৱ, যোৰা, ভগবত্ ভুক্ত। এমানকৰ সহগুণকু
দুর্যোধন বৰদাষ্ট কৰি ন পাৰি ছল কপচ কল কৌশলৰে এমানকু নাশ কৰিবাকু চাহিঁলো। কপচৰে
জৰ গৃহৰে পাণ্ডবমানকু রঘু ষেথুৰে অৰ্পি লগাই দেলো। এথৰু তাঙ্ক ধৰ্মযোগুঁ ষেমানকু ভগবান
ৱেষ্মা কলে। ষেষৰে কপচ পশা খেলি তাঙ্কৰ সমষ্টি ষেষৰি অপহৃণ কৰি ষেমানকু বনবাস দেলো।
ষেথুৰে তাঙ্ক সত্ত্বাষ হেলা নাহিৰ, ষেষৰে যুদ্ধৰে ষেমানকু মাৰিবা উদ্বেশ্যৰে রহিবাকু পাঞ্চ খণ্ড গ্ৰাম

ন দেজ যুক্ত কলে। পরিশামারে দুর্যোধনক্ষেত্র সমষ্টি পরিবার নাশ হেলা। জল দেবা সকাশে তাঙ্ক কুলরে জশে ব্যক্তি রহিলে নাহিঁ।

যেଉামানে ভাবুক্তি অন্ত বস্তি পর্যাপ্ত হেলে মনুষ্য সুখ শান্তিরে রহিব, সেমানে বিচার করি পারকি দুর্যোধনক্ষেত্র ক'শ অন্ত বস্তির অভাব থলা ? ন থলা। অভাব থলা তাঙ্ক মধ্যে শান্তি, সত্ত্বার, আনন্দ, জ্ঞান ও বিবেক। এহারি অভাববু যে নিজে অহং, স্বার্থ, ইর্ষ্যা, বিরোধাদি দুর্গুণের বশে তৃপ্তি হোল বহু জন সহিত সবঙ্গ নাশ হেলে এবং তাঙ্ক রাজ্য ধূম হেলা। সমষ্টি দিব্যগুণ উরবানক্ষেত্র। এহা প্রাপ্তি হুব উরবু উক্তিরে। মনুষ্য উরবানক্ষেত্র উক্তি ছাড়া কদাপি সংস্কারের খাম্য। উক্তি করিপারে নাহিঁ, কিংবা নিজে সুখ শান্তিরে রহিপারে নাহিঁ। এইসবু দিব্যগুণ প্রাপ্তিরে মনুষ্য কিপরি স্বার্থত্যাগ করি প্রতিকূল সময়ের শান্তি, প্রির হোল ঘোর্য ধারণকরি অন্যর হিত করিপারে, আমেমানে রামায়ণের কৌশল্যা, তথা উরতঙ্ক চরিত্রের বুঝিপারিবা।

রামায়ণ চরিত্র

মাহারাণী কৌশল্যা থুলে মহারাজ দশরথক্ষেত্র পুধানরাণী। তাঙ্ক র পুত্রথুলে শ্রীরাম। শ্রীরামকু মহারাজ যুবরাজ পদরে অভিষিক্ত করিবা প্রির করিথুলে। কিন্তু ছোট রাণী কেকেয়ীর ছলমুক্ত বরবানরে বিবশ হোল শ্রীরামকু বনবাস দেলে এবং কেকেয়ীর পুত্র উরতঙ্ক রাজগাদি দেবাকু বাধ হেলে। এহা হেলা কেবল কেকেয়ীর ছলনারে।

এহি অবস্থারে কেকেয়ী তথা উরতঙ্ক প্রতি কৌশল্যাক্ষেত্র প্রতিহিংসা যোগুঁ শত্রুতাকরি রাজ্য ছারণ্যার করিবা স্বাভাবিক থলা। কিন্তু তাঙ্ক মধ্যের উরবু যোগুঁ সদগুণ প্রতিষ্ঠিত হোলথলা। এসহি সকাশে যে বিবেকর যথার্থ ব্যবহার করি সমষ্টি প্রতিকূল অবস্থার সমাধান উরম রূপে করি পারিথুলে।

শ্রীরামক রাজ্যাভিষেক সকাশে রাজমহল তথা সমষ্টি রাজ্যের বহুত সমারোহরে উৎসব করা হেছেথলো। মহারাণী কৌশল্যা অতি উৎসাহরে শ্রীরামক অভিষেক সকাশে ব্রত পালন করুথুলে এবং পঞ্চতমানক্ষেত্র দ্বারা শান্তিরক্ষা তথা হোম করাউথুলে।

এসহি সময়েরে শ্রীরাম বন-গমন সকাশে আজ্ঞা নেবাকু মা'ক পাখকু আবিলে। মা'র সত্ত্বান প্রতি স্বাভাবিক প্রেৰ। কিন্তু বার, যোকা, বিদ্যান, ধার্মিক, নীতিজ্ঞ, বিনীত, সচিলাদি সদগুণ যুক্ত পুত্র প্রতি মাতার কিপরি প্রগাঢ় প্রেৰ তাহা কৌশল্যাক ছাড়া অন্য কেহি জন্মনা করিবা সম্ভব নুহেঁ। শ্রীরামকু দেশবা মাত্রে কৌশল্যাক হৃদয় পুত্র প্রেৰ পূর্ণ হোলগলা। যে শ্রীরামকু হৃদয়েরে লগাই নেলে। মা'ক র পুত্র প্রেৰ এহি উদ্বেক অবস্থারে শ্রীরাম কহিলে :

“পিতা দিহু মোহি কানন রাঙ্গ
য়হুঁ সব ভাঁকি মোর বড় কাঙ্গ।
আয়সু দেহি মুদিত মন মাতা
যেহি মুদ মঞ্জল কানন জাতা।
জনি সনেহ বস উপরস্থি তোরে
আনন্দ অম অনুগ্রহ তোরে।”

“যদি সমষ্টি অযোধাবাসী আপশঙ্ক রাজ্যাভিষেকের বাধা দিঅন্তি তেবে মুঁ তীক্ষ্ণ বাণের অযোধাকু মনুষ্য শূন্য করিদেবি ।”

মা কৌশল্যা শ্রীরামক মা, সমষ্টি দিব্যরুশ ভূষণ। নিজ স্বার্থ সকাশে পতিকু ধর্মভৃষ্ট, অন্যর অনিষ্ট, দেশ ধূংস করিবে কিপরি ? এই কার্য্য মোহগ্রুষ্ট ব্যক্তিঙ্কর। কৌশল্যা পরি মা’র কার্য্য হেলা নিজে দুঃখ কষ্ট সহি অন্যর হিত করিবা ।

কৈকেয়ীঙ পুত্র উরত মাতুল গৃহের থলে। শ্রীরামক বিরহ-বেদনা সহ্য করি ন পারি চক্রবর্জ। মহারাজা দশরথ শরীর ত্যাগ কলে। গুরু বশিষ্ঠ তথা মন্ত্রামানক নির্দেশ অনুসারে দৃত যাই উরতকু রাজাঙ্ক মৃত্যু, শ্রীরামক বনবাস খবর ন দেল কেবল গুরুক আঞ্চা কহি মাতুল গৃহরু ঘেনি আষিলে। উরত অযোধারে প্রবেশ করি দেশ্মলে, মন্ত্ররে পুজা-পাঠ বন্ধ, ত্রাস্তুশমানে হোম, বেদপাঠ ছাড়িষ্টি। গহল-চহল রাজধানী একেবারে নীরব, নিষ্পৰ্য। প্রত্যেক ব্যক্তিক আকৃতি মিষ্যমাণ। উরতকু দেশ্ম কেবল নমস্কার করি চালি যাআতি। এ অবস্থা দেশ্ম উরতক হৃদয় পূর্বাপেক্ষা অধূক ব্যাকুল হোজগলা। কিন্তু এ কাহাকু কিছি ন পচারি বিধা রাজ উবনরে পহঞ্চ মা কৈকেয়ীঠারু পিতাঙ্ক মৃত্যু সম্মাদ পাই গছ কাটিলা পরি পড়িগলো। কৈকেয়ী তাঙ্কু স্বতেত করাইবারু এ পিতাঙ্ক মৃত্যুর কারণ পচারিলে। শ্রীরামক বন গমনর কারণ নিজকু জাণি পিতাঙ্ক মৃত্যু ভুলিগলো এবং ‘কিং কর্তব্য বিমুক্ত’ সবুজ নির্বাক হোল রহিলো ।

“উরতহি বিসরেছ পিতু মরন, সুন্দর রাম বন গৌনু ।
হেতু অপনপুর জানি জিয়, থকিত রহে ধরি মৌনু ।”

(রামচরিত মানস : ১৭০, অযোধা কাণ্ঠ)

উরতকে এহি ব্যাকুল অবস্থা দেশ্ম কৈকেয়ী তাঙ্কু ব্রুঝাইবারু নিজ মাতাঙ্কু এ কহিলো :

“জৈ পৈ কুরুচি রহি অতি তোহি
জনমত কাহেন মারে মোহী ।
জবতে কুমতি কুমত জিঅ ০য়ও
শঙ্গ শঙ্গ হোৱ হৃদয় ন গয়ও ।
বৰমাঁঁজত মান ভয়ওন পীৱা
গৱান জিহ মুহঁ পরেওন কিৰা ।
অসকো জাবজন্তু জগমাহি
জেহি রঘুনাথ প্ৰানপ্ৰিয় নাহি ।
জোহসি ঘোহসি মুহঁ মধিলাই
আঁঁশ্ম ওঠ উঠি কৰি০হি জাই ।
রাম বিৰোধী হৃদয়তে
প্ৰগত কীছু বিধু মোহি ।
মো সমান কো পাতকী
বাদি কহো কছু তোহি ।”

পিতৃ হত্যা করে, পিতাকু কারাগারে রশ্মি, কেতে ছল, কপট, পাপ, অন্যায় করে, এহি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নিষ্ঠাশক রূপে উত্তেজ্জ্বল প্রাপ্তি হোলথুলা কিন্তু তাঙ্ক মধ্যে উগবর উচ্চি দিব্যগুণ দিব্যমান থুবারু যে রাজ্যত্যাগ করি শ্রীরামকু ফেরাই আশীর্বাকু বনকু গলে। শ্রীরাম ন ফেরিবারু তাঙ্ক উগবর পাদুকা রাজগাদিরে রশ্মি যে বেবক রূপে যেবা ভাবে উগবরে শ্রীরাম ফেরিবা পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিথুলে। এহা হোলথুলা উগবর উচ্চি প্রভাবরু। মনুষ্য উগবর উচ্চি প্রাপ্তি হেলে তা মধ্যে সমষ্টি সদ্গুণ প্রতিষ্ঠিত হুৰ্ব। যে কাহারি অনিষ্ট ন করি প্রাণী মাত্রে হিত সাধন করে। উগবর উচ্চি আধাৰে কৰ্ম কলে সংস্কার যথার্থ উন্নতি হুৰ্ব এবং ব্যক্তি সুখ শান্তিৰে রহিপারে। অন্যথা সংস্কারে উন্নতি কৌশলি উপায়ে হোলপারে নাহি।

অঙ্গ বর্ষ পূর্বৰ গোটিৰ ঘটনা

গোটিৰ পরিবারে পিতা মাতা ও পাঞ্চ ভাই থুলে। চারিভাই বিবাহ হোলথুলে, ছোট ভাইর বিবাহ হোল ন থুলা। সপ্তমি অপর্যাপ্ত থুলা। ভাইমানে ব্যবসায় তথা চাকিৰি করুথুলে। বোহুমানে থুলে বড় ঘৰৱ হৈআ। পিলা দিন অথৰ্ব আৰামৰে ষেমানকৰ পালন পোষণ হোলথুলা। উগবান্ন শৰার দেছলক্ষ্মি কৰ্ম কৰিবা সকাশে। শৰার যদি কৰ্ম কৰা ন হুৰ্ব তেবে শৰার তামসিক হোলযাএ। শৰারেু বল কমি যাএ। নমনীয়তা নষ্ট হুৰ্ব। যেৰু অংজ পরিচালিত ন হুৰ্ব তাৰা কুমুশী শুষ্ক হোলযাএ। মনুষ্যৰ দুৰ্জনি হুৰ্ব। বাম হাতৰে কৌশলি বিশেষ কাৰ্য্য ন হেবারু তাৰা দক্ষিণ হুৰ্ব তুলনাৰে দুৰ্বল এবং কম নমনীয়। বাম হুৰ্বৰে লেখু হুৰ্ব নাহি। ষেহিপৰি শৰার কৰ্ম ন কলে বাম হুৰ্ব স্বৰূপ তাৰা নিকমা হোলযাএ। বড় লোকক ঘৰে পিলামানকু কৌশলি কাৰ্য্য বা ব্যায়াম কৰিবাকু ন দেবাৰ অৰ্থ ষেমানকু তামসিকতাৰ কবলৰে ছাড়ি দেবা। বোহুমানকৰ এহি অবস্থা থুলা। অৱ্যাপ্তি ন থুবারু ঘৰ কামৰে উস্থাহ ন থুলা। চাকৰমানে ঘৰৱ কাম কৰতি। কেবল গোষাই কৰিবাকু হুৰ্ব ষেমানকু। নিজ মধ্যে স্বার্থ, হিংসা, মোহ, মস্তুলি দুৰ্গুণ থুবারু পৰম্পৰ মধ্যে বৈমনস্ক হেলা। পৰম্পৰ প্রতেক কথারে বিবাদ কৰিবাকু লাগিলো। শেষৰে গোষাই কাম পাকিৰে কৰাহেলা। ষেথুৰে বি ঘৰে শান্তি ন থুলা। পিলাঙ্ক ঝগড়া এবং কাৰ্য্য ও অন্যান্য কথা সমৰ্কৰে কলি কৰুথুলে। ঘৰ বড় অশান্ত হোলগলা। ভাইমানক মধ্যে যদ্যপি উদ্ভাব থুলা উথাপি বোহুমানক কলিৰে সমষ্টি ব্যক্তি হোল ছোট ভাইৰ বিবাহ পৰে পৃথক হেবাৰ নিষ্ঠুৰ কলে।

ছোট বোহু ঘৰকু আৰিলা। ছোট বোহুৰ পিতৃ গৃহৰে উগবানক মূৰ্ব পূজা হেৱথুলা। তা'ৰ পিতামাতা উগবান রামক উচ্চি থুলে। তাৰ পিলাদিনু তা' মা' তাকু রামায়ণ; মহাভাৰত, উগবৰতাদি ধৰ্মগ্রন্থ শুশানথুলে। যে বড় হেবাপৰে নিজে মধ পঢ়িলা। ঘৰৱ সমষ্টি কাৰ্য্য উগবানক ষেবাৰূপে কৰিবাৰ শিক্ষা তাকু পিলা দিনৰু প্রাপ্তি হোলথুলা। যে মা' ষহিত বৰাবৰ ঘৰৱ সমষ্টি কাৰ্য্য কৰে। বিবাহ পৰে পতি গৃহৰে যাআমানক কলিকু অধ্যয়ন কৰিবাকু লাগিলা। পিলাদিনৰু যে উগবৰ উচ্চি কৰুথুবারু তা' মন বিকাশ সংজ্ঞ সংজ্ঞ শুষ্ক হোলথুলা। শুষ্ক মনৰে বিবেক উপন্থ হুৰ্ব। বিবেক দ্বাৰা মনুষ্য যথার্থ অযথার্থ ঠিক ঠিক রুষিপারে। কাম ন কৰিবা, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি কৰিবা যোৱাঁ যাআমানক মধ্যে ঝগড়া হেৱথুবা যে ভল ভাবে হৃদয়ঝ়াম কৰি পারিলা।

বিবাহৰ আ৩ দিন পৰে যে দিনে ভোৱেৰু স্বান কৰি গোষাই আৱশ্য কলা। এহি কাৰ্য্যৰে

শ্রীঅরবিন্দক অতিমানস যোগ সাধনা করুঢ়েছেন। পুরাতন যোগতারু শ্রীঅরবিন্দক যোগরে বিশেষভূত ও নৃতনভূত ক'শ অঙ্গ যে ষেমানে পুরাতন যোগ ছাড়ি শ্রীঅরবিন্দক যোগ গ্রহণ করি অঙ্গে ?

ଉত্তর : পৃথিবীরে অতিমানস বিজ্ঞান নৃতন চেতনা, নৃতন অতিমানস জ্ঞান, নৃতনযুগ প্রতিষ্ঠা করিবা হেলা শ্রীঅরবিন্দক যোগর নৃতনভূত ও বিশেষভূত। এথুরে হুৎ জ্ঞানর সর্বাঙ্গীন বিজ্ঞান এবং প্রাপ্ত হুৎ পূর্ণতা। ব্যক্তি পূর্ণতয়া হুৎ অজ্ঞান, মৃত্যু, রোগ, বৃক্ষতরু মুক্ত নিবাস করে বিজ্ঞান-আনন্দ-চেতনারে, উগবানক সহিত একত্ব প্রাপ্ত করে মন, প্রাণ তথা জড় শরীরাদি সমষ্টি সরারে। এহাপ্রাক্তরে সাধনা ন করুথুবা ব্যক্তি মধ্যে অর্থাৎ সংসারে হুৎ অস্থিয়, অশান্তি, চোরি, উকায়তি, হিংসা, যুক্ত এবং সমষ্টি প্রকার স্বার্থপূর্ণ কর্ম দূর। পৃথিবী পরিণত হুৎ স্বর্গরে। পুরাতন সমষ্টি যোগরে জ্ঞানর সর্বাঙ্গীন বিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হেৱ ন থুলা কিংবা সংসার কর্মের কৌশলি ইন্নতি হেৱ ন থুলা। পুরাতন যোগীমানে মন, প্রাণ, শরীরকু মৃত্যু মুক্তির দেৱ; সাকেত, গোলোক, বৈকুশ্চ, কৈলাসাদি উগবত দিব্য ধামেরে উগবত প্রাপ্ত করুথলে কিংবা মুক্তি নির্বাণকু চালি যাইথলে। সাধনা ন করিবা ব্যক্তি অর্থাৎ সংসারে অন্যায়, অস্থিয়, দুঃখ, কষ্ট, নর্ক যাতনা ভোগ যেপরি থুলা ষেহিপরি রহুথুলা। সংসার বা কর্ম অথবা মনুষ্য জাতির কৌশলি মৌলিক ছায়া পরিবর্তন হেৱ ন থুলা।

প্রশ্ন : মন, প্রাণ, শরীর সর্বাঙ্গীন বিজ্ঞানরে জ্ঞান কিপরি হুৎ পূর্ণ ?

উত্তর : মনুষ্যের হস্ত, পদ, মুক্তি, নাসা, চক্ষু, কর্ষ্ণ ইত্যাদি সমষ্টি অবয়ব বিজ্ঞান তথা সবল, ষক্রিয়তারে যেপরি শরীর হুৎ পূর্ণ ষেহিপরি মন, প্রাণ, শরীর তথা আমৃত বিজ্ঞানরে মনুষ্যের জ্ঞান হুৎ পূর্ণ।

মন, প্রাণ, শরীর তথা আমৃত সংযোগরে ব্যক্তিত্ব নির্মাণ হুৎ এবং ব্যক্তি জ্ঞানিত রহি কর্ম করি পারে। মনপ্রাণ এবং আমৃত আধার শরীর। এহি ষেবা আধিক্ষেত্রে উগবানক্তিরু। মন, প্রাণ, শরীর বিকৃত হোল অজ্ঞান কবলরে পতিয়াল নিজের যথার্থ দিব্য স্বরূপ ভুলিয়াল অঙ্গে। আমৃত নিজ উগবত স্বরূপরে ছিত থুবারু তাঙ্গু উক্ত অজ্ঞানতা স্বর্গ করি পারি নাহিৰ্ন। আমৃত বিকৃত ন হোল থুবারু অন্যান্য সমষ্টি ষেবার করিঅছি। ব্যক্তির মন-প্রাণ-শরীর বিজ্ঞান ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হুৎ রোগ, জরা, মৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট পূর্ণতয়া মুক্তি হুৎ আমৃত ধর্মের রূপান্তর হেলে। রোগ, জরা, মৃত্যু, দুঃখ-কষ্টহীন অজ্ঞান। এহি অজ্ঞান আমৃত ধর্মের রূপান্তর হুৎ অতিমানস শক্তি দ্বারা। অতিমানস শক্তির স্বরূপ বা গুৰু ধর্ম হেৱছি বিজ্ঞান এবং আনন্দ। স্বর্য্য ষহিত অষ্টকার যেপরি রহিপারে নাহিৰ্ন ষেহিপরি অতিমানস বিজ্ঞান ষহিত অজ্ঞান রহিপারে নাহিৰ্ন।

মনর বিজ্ঞান শেষ হেৱ ন থুবারু পুরাতন সমষ্টি যোগীমানে অতিমানস বিজ্ঞান চেতনার ষক্রিয়তা পার ন থলে; বেদিক যুগৰ অতি অঙ্গ সংশ্যারে খুৰ কম রশি মুনি যদ্যপি অতিমানস বিজ্ঞানকু জ্ঞানিথলে তথাপি পৃথিবীকু উত্তারি আশি প্রতিষ্ঠা করি, তাদ্বাৰা পৃথিবী রূপান্তর করিবা ধারণা ষেমানক্তির ন থুলা। ষেহি ষক্রিয়তা ষেমানে মন-প্রাণ-শরীর এবং সংসারকু বিজ্ঞান বা রূপান্তর করিবা কল্পনা বি করিপারি ন থলে। এহাকু ত্যাগ করিবা ছাড়া ষেমানক অন্য উপায় বি ন থুলা। মানস বিজ্ঞান শেষ হেবারু শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ এহি পৃথিবীকু আষি নিজ উপস্থারে অতিমানস শক্তিকু এহি পৃথিবীরে উত্তারি আশিলে। মা' ষেহি শক্তি দ্বারা রূপান্তর কৰ্য্য কৰাই অঙ্গে। ব্যক্তির সমর্পণ, অভীপ্তা দ্বারা অতিমানস বিজ্ঞান শক্তি মন-প্রাণ-শরীরকু আমৃত ধর্মের রূপান্তর কলে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হুৎ।

প্রশ্ন : মন, প্রাণ, শরীর রূপান্তরে জ্ঞান প্রাপ্ত হুৎ পূর্ণতা। এহা কুণ্ডি পালিলু কিন্তু মন, প্রাণ,

করি আহাতি তাহা স্বরূ সবল চাহিঁবা রূপ ধারণ করিথুবা সতা দ্বারা নষ্ট হোল যাআন্তি। যেଉঁ সবল চাহিঁবাটি বাকি রহে তাহারি সকাশে ব্যক্তি প্রয়োগ করে। ব্যক্তির প্রয়োগ যেতে যথার্থ, যেতে শক্তিশালী হুব এছি অনুপাতের ব্যক্তির চাহিঁবা বস্তু পূর্ণ এবং অপূর্ণতারে পরিণত হুব। গোটিএ বস্তুকু বহু ব্যক্তি যদি তাহান্তি, ষেমানজ্ঞ মধুরু যাহার চাহিঁবা অধুক শক্তিশালী হুব তাহার বিক্ষি হুব।

প্রশ্ন : তুম কহিবা দ্বারা সদেহ দূর হোলগলা। স্বষ্টি হেলা যে ব্যক্তির যেଉঁ চাহিঁবাটি প্রধান হুব যে তাহারি প্রাপ্তি সকাশে প্রয়োগ করে। প্রয়োগ যেতে নির্ভুল হুব এছি অনুসারে বস্তু প্রাপ্তি হুব, তেবে তুম কহিবা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহান্তি পরম সুখ, পরমশান্তি, অমরত্ব, চির যৌবন, নারোগত্ব— এহা সত্য। কিন্তু এ পর্যন্ত পৃথুবীরে কৌশলি ব্যক্তি এহা প্রাপ্তি হোলথুবার দেখাযাଉ নাহি। এহার কারণ ক'ণ ?

ଉত্তর : এহার কারণ হেলা পৃথুবীর সমষ্টি প্রাণী বিশেষতঃ মনুষ্য যদ্যপি পরম সুখ এবং অমরত্ব তাহুঁ অচ্ছতি তথাপি ষেমানজ্ঞ তেতনারে তাহা এ পর্যন্ত অস্বৃষ্টি রহিঅছি। এছি সকাশে ষেমানে উচিত প্রশালীরে প্রয়োগ করি নাহান্তি কিংবা প্রাপ্তি করি নাহান্তি।

পরমসুখ এবং অমরত্ব সত্য, মনুষ্যের এহাহী লক্ষ্য, এহি সকাশে ভগবানজ্ঞের সৃষ্টি হোলঅছি। এহাকু প্রমাণিত এবং সমর্থন করুক্তি ব্যক্তি চাহিঁবা ও কৃম বিকাশ। সৃষ্টি আরম্ভের কৃম বিকাশ জড়, তরু লতা, জাব জড় ও পশুপক্ষী মধ দেৱ মনুষ্যেরে উপন্যাত হোলঅছি। বিকাশ এহিঠারে ছাগিত ন হোল অতিমানস বিজ্ঞান আনন্দেরে অবশ্য পহুঁচব। উপনিষদ অনুসারে অনন্ময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ প্রকাশ হোল সারিছি। বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ প্রকাশ হেবার সময় আসিছি। বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষের ধৰ্ম হেছিছি পরমানন্দ এবং অমরত্ব। অর্থাৎ মনুষ্যের মন, প্রাণ, শরীরের ভগবানজ্ঞ একত্ব একত্ব প্রাপ্তি। এহা হুব মনের বিকাশ সমাপ্ত হেলে। মনের বিকাশ শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হেবারু মা'ঙ দ্বারা রূপান্তর কার্য্য আরম্ভ হোলঅছি। যেউমানজ্ঞ অক্ষরাম্য জাগ্রত হোলঅছি, ষেহিমানে এ সত্যকু গ্রহণ করি পারুক্তি এবং ষেহিমানজ্ঞ তেতনারে পরম সুখ তথা অমরত্বের স্বরূপ স্বষ্টি হোলঅছি ও ষেমানে যথার্থ প্রশালীরে প্রয়োগ মধ করুঅচ্ছতি। এহার যথার্থ প্রশালী হেছিছি অতিমানস শক্তি দ্বারা মনুষ্যের মন, প্রাণ, শরীর দিব্য তত্ত্বে রূপান্তর। এহা হোলপারে মা'ঙ চরণেরে নিজকু স্মৃতি রূপে সমর্পণ করিবারে, তেবে মনুষ্য মৃত্যু, রোগ, জরারু পূর্ণ মুক্ত হেব এবং নিবাস করিব বিজ্ঞান আনন্দ তেতনারে। ভগবান্ তা'র সমষ্টি সরারে প্রকল্প হেবে। ষে মন, প্রাণ দ্বারা পরিচালিত ন হোল ভাগবতী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হেব। সংসার পরিণত হেব স্বর্গরে। এথুরেহেঁ জ্ঞানর হেব পূর্ণতা।

প্রশ্ন : আমেমানে পুরাতন যোগৰ সাধক। আমেমানজ্ঞের ইষ্টদেব শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, কালী অথবা নির্বাশ, মুক্তি প্রাপ্তি। আমেমানে শ্রীঅরবিন্দক যোগ গ্রহণ করিবারে কৌশলি দোষ হেব নাহি ?

উত্তর : কৌশলি দোষ হেব নাহি। যে কৌশলি পুরাতন যোগৰ সাধক অথবা যে কৌশলি ধর্মাবলম্বী শ্রীঅরবিন্দজ্ঞ যোগ গ্রহণ করিপারিন্তি।

শ্রীঅরবিন্দজ্ঞ যোগৰে যেଉঁ সাকার এবং নিরাকার উভয়ের ধৰ্ম পুরুষোৱম তত্ত্ব উপলক্ষি হুআন্তি, এছি ষক্তিদানন্দ তত্ত্ব জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী তথা বৌদ্ধ শুন্যবাদীমানকু প্রাপ্ত হুআন্তি কেবল নিরাকার, নেইব্যক্তিক, অনিবৰ্তনীয় শুন্য রূপে।

এছি ষক্তিদানন্দ তত্ত্বের ব্যক্তি স্বরূপ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব তথা কালীরূপে প্রাপ্ত হুআন্তি দ্বৈত উচ্চ সাধকমানকু। সাকার এবং নিরাকার উভয়ের ধৰ্ম পুরুষোৱম তত্ত্ব সর্বাবশ্বারে, সর্বপ্রতীক পরিপূর্ণ

রূপে, কেহি শিব রূপে, কেহি কালী রূপে পৃথক পৃথক দেখন্তি। এহি অধূমানস চেতনা ভূমির শেষ স্থানে যেଉ ব্যক্তিমানে পৃথক ইষ্ট উপলব্ধি করন্তি ষেমানে ষচিদানন্দক স্বরূপর ফলক বা আভাস পাইলারি আআন্তি। কারণ অধূমানস শেষ স্থানে অতিমানস চেতনার কিছি প্রভাব পড়িথাএ। কিন্তু ষচিদানন্দক পূর্ণ উপলব্ধি ন হেবা যোগু ষেমানে ভিন্ন ইষ্টক ষমন্দৰ করি পারন্তি নাহিৰ্নি। কিন্তু বিশ্বাস্তি প্রতিপাদন কৰিবা ষমন্দৰে উপলব্ধি ইষ্ট বা তত্ত্বক ষর্বশ্রেষ্ঠ মানন্তি। অন্য উপলব্ধিকু নিম্ন বা মায়া কুহন্তি কিন্তু নিজ উপলব্ধি তত্ত্বক ষচিদানন্দ বোলি ঘোষণা করন্তি। এহা বৰাবৰ দেখায়া আগার্যমানক সাহিত্যে। ষেমানক অনুযায়ী সাধকমানে, যেଉমানে অধূমানস চেতনা ভূমির প্রাপ্তরে পহুঁচি ন থান্তি ষেমানে ষচিদানন্দক ফলক একেবারে পাআন্তি নাহিৰ্নি। ষেহি ষকাশে ষেমানে নিজ উপলব্ধি ছাড়া অন্য স্বৰূ উপলব্ধিকু মিথ্যা মায়া বোলি ঘোষণা করন্তি।

অধূমানসর নিম্ন মানস পর্যন্ত মায়া অধূকৃত মানস চেতনা ভূমি। এহি মানস প্রভৱে মধ্য ষচিদানন্দ পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান আআন্তি। কিন্তু এহি মানস ভূমি মায়ানে অধূকৃত থাএ এবং ব্যক্তি মায়ানে আবৃত থাএ। ষেহি ষকাশে ষচিদানন্দ তত্ত্ব উপলব্ধি হুআন্তি নাহিৰ্নি। ব্যক্তি কেবল স্থানিত মানসরে কৃত্তুনা করে। কেতেক সাধক মন, প্রাণ, শরীর ষমষ্টি আমাতাৰু পৃথক করি দিঅন্তি। জ্ঞানতিক দৃশ্যমান বস্তুক মিথ্যা মায়া অনুভব কৰি দৃশ্যমান বস্তু পশুতরে ষচিদানন্দ তত্ত্বক কেবল গোটিএ নিরাকার ব্যাপক ষভাবুপে উপলব্ধি কৰি নিজৰ ব্যক্তিত্ব ষেখুরে লয় কৰিদিঅন্তি।

প্ৰশ্ন : কেউঁ সাধকমানে অধূমানস চেতনা প্রভৱে ইষ্টকু উপলব্ধি কৰন্তি ও কেউঁ সাধকমানে ষেহি প্রভৱে নিরাকার তত্ত্বৰে লীন হোৱ যাআন্তি ?

তত্ত্বৰ : ষর্বাবস্থারে, ষর্ব ষমন্দৰে একৰষ থৰা ষাকার এবং নিরাকার এহি উভয় উজ্জ্বল পুরুষোভূম তত্ত্বকু ভঙ্গ সাধকমানে অধূমানস চেতনারে উপলব্ধি কৰন্তি কেবল ষগুণ, শ্রীগাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা রূপে, এহি ষগুণ রূপৰে তত্ত্বতঃ ষচিদানন্দ তত্ত্ব বিদ্যমান থৰা ষবে এহি অধূমানস চেতনা ভূমিৰে তাহা উপলব্ধি হুএ নাহিৰ্নি।

যেଉ জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী সাধকমানে মানস চেতনা ষমৃহ মধ্য দেজ এহি অধূমানস চেতনা ভূমিৰে উপনিত হুআন্তি ষেমানক ষাক্ষী আমা ষচিদানন্দক নিরাকার তত্ত্বৰে লীন হোৱযাএ। উগবানক ষগুণ ব্যক্তি রূপকু পৃথক মানি ভিন্ন ভিন্ন রূপৰে উগবানকু ভঙ্গি কৰুথৰা দ্বৈতবাদী সাধকমানে মানস প্রভৱ ষমৃহ মধ্য দেজ অধূমানস চেতনা ভূমিৰে উগবানকু উপলব্ধি কৰন্তি। এমানে ক্লুমণ্ড মানস চেতনা প্রভৱ মধ্য দেজ যাত্রা কৰিবাৰু ষেহি ষবু প্রভৱ ষহিত কিছি অংশৰে ষমষ্টি রহিথাএ, ষেহি কারণারু এমানক ইষ্ট উপলব্ধিৰ কিছি প্রভাব মানস প্রভৱে পত্তে এবং এমানে নিজ উপলব্ধিকু কিছি অংশৰে মানস চেতনা দ্বাৰা ব্যক্তি কৰিপারন্তি। কিন্তু অতিমানস চেতনা প্রাপ্ত হোৱ ন থৰাৰু তা'ৰ নিম্ন চেতনা ভূমি তথা মন, প্রাণ, শরীর রূপান্তৰে কৃত্তুনা কৰি পারন্তি নাহিৰ্নি। জ্ঞানতকু ষত্য মানি মধ্য অদ্বৈতবাদী সাধক ষবু জ্ঞান তথা শরীর ত্যাগ কৰি উগবান প্রাপ্তি কৰন্তি।

অদ্বৈতবাদী সাধকমানক ষাধনার মাৰ্গ দুৱিটি; গোটিএ ভঙ্গি মাৰ্গ, অন্যটি জ্ঞান বা বিচাৰ মাৰ্গ।

বিচাৰ মাৰ্গৰ ষাধক ষমষ্টি দৃশ্যমান বস্তুকু মিথ্যা মায়া ও অলীক বোলি ধাৰণা কৰন্তি। মনৰে যেଉ বিচাৰ আষে, যেଉ দৃশ্যমান বস্তু দৃষ্টি গোচৰ হুএ তথা নিজ মন প্রাণ শরীরকু বি মিথ্যা মায়া ধাৰণারে প্ৰত্যাখ্যান কৰন্তি। ষেমানে অন্তৰামাৰ (Psychic being) ষশ্বান পাইবাকু চেষ্টা কৰন্তি

নাহি'। এহি বিচার দ্বারা ষেমানঙ্ক মন, প্রাণ, শরীরের থুবা অহংবোধ অর্থাৎ শরীরকে 'মু' মানিথুবা ধারণা দূর হোলয়া�। রহিয়াএ কেবল ব্যক্তি উর্ধ্বশ্ব আয়া। শ্রীঅবিদিন এহাকু কহিছতি মন্ত্রক উর্ধ্বশ্ব জীব আয়া। উপনিষদৰে এহি তত্ত্বকু বৃক্ষৰ ফল অভোক্তা পঞ্চ-সাক্ষীৱ উপমা দিআ হোলআছি। বিচার দ্বারা অহং বোধ দূর হেবারু মন, প্রাণ, শরীর সম্বন্ধ বিছেব হোলথাএ। বাকি রহে কেবল শরীর উর্ধ্বশ্ব নৈবেৰ্যক্তি আয়া। এহাহি' ষমাধু অবয়া। এথুৰে অনুভূত হেব যেଉ ষবা, অনুভূব কৰিব মধ ষেহি একহি' ষবা-আয়া। অনুভূত এবং অনুভূব কৰিবা ষবা পৃথক ন থবারু অনুভূব বিষয় অজ্ঞাত এবং অপ্রকাশ্য রহিথাএ। ষমানঙ্কৰ ষাক্ষী আয়া ষক্ষিদানন্দ তত্ত্বে এক হুঁ বা কেবল নিৰাকাৰ ষবাৰে লীন হুঁ-এ— এহা নিষ্ঠিতৰূপে কহিবা কতিন। যাহাবি হেଉ, নিৰাকাৰ ষবা তত্ত্বত ষক্ষিদানন্দ তত্ত্ব। ষমানঙ্কৰ শরীর জীবিত থবারু মন, প্রাণ থাএ। কিন্তু আত্মিক বা সুষ্ঠু ষম্বন্ধ ন থাএ। ষে ষকাশে আমানুভূতিৰ দুৰৱ প্ৰভাৱ অস্বৃষ্টি ভাবে কিছি ষামান্য অংশৰে মন, প্রাণৰে পড়ে। মন ষষ্ঠি ন পাৰি গোটিএ আনন্দ অবয়া বোলি ব্যাখ্যা কৰে। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীমানকু যথাৰ্থে ক'শ অনুভূত হুঁ এ এহা ষষ্ঠি, অসম্বিগ্রহ ও নিষ্ঠিতৰূপে অনুভূব কৰিতি, জাণতি ও ব্যাখ্যা কৰি পাৰিতি কেবল অতিমানস চেতনা প্ৰাপ্ত যোগীমানে। ষেমানঙ্কৰ মন, প্রাণ, শরীর রূপাত্তিৰত হোলথাএ অতিমানস বিজ্ঞান চেতনা গুৱাধৰ্মৰে। রূপাত্তিৰত মন অনুভূব কৰিথুবা অতিমানস বিজ্ঞানৰু পৃথক ন থাএ। ষে'নেই ষে অনুভূতি অজ্ঞাত রহে নাহি'।

অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীমানক অনুভূতি যাহাবি হেଉ তাহা ব্যক্তিগত মুক্তি। এথুৰে ষাংসারৰ দুঃখ দৃষ্টি দূৰ হুঁ এ নাহি' কিংবা এহি জগতৰ ষমস্যা ষমাধান হুঁ এ নাহি'। যেଉ আৰি থাআক্তি ষেহিঠাকু পেৰি যাআক্তি।

এহি জ্ঞানী ষাধকমানক মধুৰু (বিশেষজ্ঞ কেচেক তত্ত্ব ষাধক) যেউঁমানে ষক্ষিদানন্দ তত্ত্বকু নিৰাকাৰ রূপে লক্ষ্য রঞ্জ থাআক্তি ষেমানে এহাৰ প্ৰাপ্তিৰ উপায় রূপে গ্ৰহণ কৰিথাআক্তি ভক্তিকু। যদি এমানে শেষ উপলক্ষ্য পৰ্যন্ত দৃঢ়তা ষহিত ভক্তি মাৰ্গৰে যাত্ৰা কৰি থাআক্তি, তেবে ষমানঙ্কৰ অন্য জ্ঞানী ষাধকক ষদৃশ মন, প্রাণ, শরীর ষম্বন্ধ ত্যাগ কৰিবা দ্বাৰা ষমাধু অবয়াৰে কেবল শরীর উর্ধ্বশ্ব ব্যাপক নিৰ্বিশেষ আয়া বাকি রহিয়া নাহি'। এমানে মানস, চেতনাষ্টৰ ষমূহ মধ দেৱ অধূমানস চেতনাৰে উপনীত হুঁ অক্তি। অর্থাৎ তাঙ চেতনা অধূমানস চেতনা ষ্টৱৰে পহুঁচে। ষেমানক পূৰ্বৰূ নিৰাকাৰ তত্ত্ব লক্ষ্য থবারু অধূমানস চেতনা ভূমিৰ গুৱাধৰ্ম অনুষ্ঠাৱে ষেমানক চেতনা ষক্ষিদানন্দক কেবল নিৰাকাৰ তত্ত্বে লীন হোলয়া�। শেষৰে রহিয়াএ কেবল নিৰাকাৰ তত্ত্ব। মন, প্রাণ, শরীর তথা দৃশ্যমান ষমষ্টি বস্তু মিথ্যা মায়া বোলি প্ৰতীত হুঁ এ। কিন্তু এমানে মানস ষ্টৱ ষমূহ মধ দেৱ যাত্ৰা বা ষাধনা কৰিথুবারু অনুভূতি প্ৰাপ্ত অধূমানস চেতনা ষ্টৱ ষহিত এহি মানস ষ্টৱ ষমূহৰ কিছি ষম্বন্ধ থাএ। প্ৰথম আলোচিত জ্ঞানী ষাধকম অপেক্ষা এমানক অনুভূতিৰ প্ৰভাৱ মন, প্রাণ, শরীরে কিছি অধূক পঢ়িথাএ এবং এমানে কিছি অংশৰে এহাকু মনৰে প্ৰকাশ কৰি পাৰিতি।

উক্ত ষাধকমানক ষক্ষিদানন্দ তত্ত্বকু ষাকাৰ, ষগুণ রূপে লক্ষ্য রঞ্জ উপায়না কৰিতি। ষেমানে পূৰ্ব বৰ্ণিত মানস ষ্টৱ ষমূহ মধ দেৱ অধূমানস চেতনাৰে নিজ নিজ লক্ষ্য এবং উপায়না অনুষ্ঠাৱে শ্রীৱাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শীব, কালীৱূপে ষক্ষিদানন্দক ষগুণ ষ্টৱুপ উপলক্ষ্য কৰিতি। নিৰাকাৰ তত্ত্ব ষম্বন্ধ পাৰ্থক্য নাহি'। কিন্তু এহি উক্ত ষাধকমানে যদি ষক্ষিদানন্দক নিৰাকাৰ তত্ত্ব উপলক্ষ্য কৰিবাকু তাহাক্তি তেবে এহি অধূমানস ষ্টৱৰে নিৰাকাৰ তত্ত্ব বি উপলক্ষ্য কৰিতি। উক্ত ষাধক কৰীৱ, নামদেব, জ্ঞানদেব তথা রামকৃষ্ণ পৱনহংস আদি বহুত উক্ত ষাধক মহাপুৰুষমানে এহি অধূমানস চেতনা ষ্টৱৰে ষগুণ, ষাকাৰ

ও নিরূপ নিরাকারকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিরে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উপলব্ধি করিছে। এই প্রতিক্রিয়া একহস্ত সময়ের সাকার এবং নিরাকার উভয় সরা উপলব্ধি হুঁচে নাহি। সচিদানন্দ তত্ত্বকু সাকার রূপে দেখলে তাঙ্ক নিরাকার তত্ত্ব বাকি রহিয়া ও তাঙ্ক নিরাকার তত্ত্ব উপলব্ধিরে সাকার অদৃশ্য রহে। সচিদানন্দক সাকার এবং নিরাকার তথা পুরুষের তত্ত্ব এক সঙ্গে উপলব্ধি হুঁচে কেবল অতিমানস চেতনা ভূমিরে।

প্রশ্ন : পূর্ব যোগ অনুভূতি এবং সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম বিচার এপরি জটিল হোল যাইছি যে তাহা বুঝিবা বহুত কঠিন হোল পড়িছি। এসহি সকাশে একহস্ত বিষয়ের বারংবার প্রশ্ন এবং উত্তর হেঁজছি। গোটিএ বিষয় বারংবার পুনরাবৃত্তি করিবা যদিও উচিত নুহেঁ উত্থাপি জটিলতা দূর করিবা সকাশে পুনরুক্তিকু বিচার ন করি রুঞ্জ দিঅন্তু।

একহস্ত সচিদানন্দ পরাংব্রহ্ম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা আদি রূপে প্রগত হোল অছে। এমানন্দ মধ্যে যেপরি আমেমানে সচিদানন্দ তত্ত্ব দেখিপারু নাহি এসহিপরি সংসারের দৃশ্যমান বস্তু মধ্যে মধ্যে সচিদানন্দকু উপলব্ধি করু এসহিপরি দৃশ্যমান বহু মধ্যে বি সচিদানন্দকু অনুভব করু। তেবে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা তথা আমসানন্দ মধ্যে প্রতেক ক'শ ?

উত্তর : আমসানন্দ মন, প্রাণ, শরীর সচিদানন্দক বিকৃত রূপ এবং নাশবান্ত। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণাদি মন, প্রাণ, শরীরহস্ত সচিদানন্দ তত্ত্ব-অবিকৃত। আমেমানে মায়ার দাস, তা' হাতর কাঠপিতুলি। মায়ার অন্তর্গত অঞ্জান। এসমানে মায়ার স্বামী, প্রভু, নির্দেশক তথা নিয়ামক। এহাহস্ত সগুণ ব্রহ্ম এবং আমসানন্দ মধ্যে পার্থক্য; একহস্ত সচিদানন্দ তত্ত্ব শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা রূপে সাকেত, গোলোক, বেঁকুষ, কেঁকাস প্রভৃতি দিব্য ধামসানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দিব্য রূপের প্রগত হোলথাআন্তি। অর্থাৎ এসমানন্দ শরীর, মন, প্রাণ সমষ্টিরে দিব্যত্ব থাএ। এসহ প্রতিক্রিয়া মায়া, অঞ্জান, মৃত্যু ও রোগ আদির সূর্যে সম্মুখেরে অংশকার সদৃশ সর্বদা অভাব থাএ। এই সগুণ ব্রহ্ম যথার্থের সচিদানন্দতত্ত্ব।

প্রশ্ন : সাকেত, গোলোক, বেঁকুষ, কেঁকাসরে যেଉেঁ সগুণ ব্রহ্ম বিদ্যমান এসমানে সচিদানন্দ তত্ত্ব। কিন্তু এসহি সগুণ ব্রহ্ম এই পৃথুবীরে মনুষ্য শরীরের অবতার নিঅন্তি। আমসানন্দ সদৃশ শরীর গ্রহণ করতি, রোগ, বৃক্ষত্ব ও মৃত্যুকু স্বীকার করতি। তেবে তাঙ্ক ও আমসানন্দ মধ্যে প্রতেক ক'শ ?

উত্তর : আমেমানে জেলখানার কখণী সদৃশ মায়া, অঞ্জান ও মৃত্যুর অধ্যান; অবতারমানে জেলখানার ব্যবস্থাপক সদৃশ মায়া, অঞ্জান ও মৃত্যুর স্বামী।

অবতারমানে আমসানন্দ বিকাশ মার্গের অগ্রসর করাই দেবা সকাশে স্বজ্ঞারে আমসানন্দ সদৃশ শরীর, মন, প্রাণকু গ্রহণ করতি এবং আমসানন্দ সদৃশ কর্ম করতি। কিন্তু এসমানে নিবাস করতি এসমানন্দ নিজস্ব ভাগবত চেতনারে। এসমানন্দের ভাগবত চেতনা ও মনুষ্য চেতনা উভয় থাএ। কার্য্যের আবশ্যিকতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চেতনারে কার্য্য করতি। এই কারণে দিব্য ধামর সগুণ ব্রহ্ম ও এই পৃথুবীর ভগবত্ত অবতার মধ্যে কৌশল প্রতেক ন থাএ। এই পৃথুবীরে এসমানন্দ কার্য্য শেষ হেনে স্বজ্ঞারে এসমানে এই পৃথুবীর নিয়ম স্বীকার করি এ পার্থক্য সংসার ত্যাগ করতি।

প্রশ্ন : এই আলোচনারু স্বষ্টি বুঝাগলা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা একহস্ত সচিদানন্দ তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রগত হোল অছে। শ্রীমা শ্রীঅবিদ্য মধ্য এসহি একহস্ত সচিদানন্দক স্বরূপ। তেবে মন, প্রাণ, শরীর রূপান্তর ও সচিদানন্দক সমষ্টি সরারে উপলব্ধি করিবা সকাশে শ্রীঅবিদ্যক যোগ গ্রহণ

করিবাকু হেলে পুরাতন যোগীর সাধকমানকু নিজ লক্ষ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গাকু ছাঢ়ি শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকু গ্রহণ করিবা আবশ্যিক ক'ণ ?

ଉত্তর : আবশ্যিক হুৰ লক্ষে ভেদভাব যোগু, সমস্ত পুরাতন যোগীর লক্ষ এবং শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকু যদি একহী সচিদানন্দ তত্ত্ব মানুষ তেবে প্রশ্ন করুক কাহুকি ? মনেরে দৃষ্টি থবারু প্রশ্ন করুক। এহাহী মানস চেতনারে স্বধর্ম বিভেদতা। এই বিভেদ থবা যোগু পুরাতন সাধকমানকু অতিমানস চেতনারে পহঙ্করাকু হেলে শ্রীঅরবিন্দক যোগ এবং মা' শ্রীঅরবিন্দকু গ্রহণ করিবা উচিত।

প্রশ্ন : তুমে কহিল ব্যক্তির মন, প্রাণ, শরীর ভাগবত ধর্মে রূপান্তর ন হেলে আয়াত্তারা অনুভূত সচিদানন্দ তত্ত্ব মন বুঝিপারে নাহী কিংবা প্রকাশ করি পারে নাহী। এহা বি কহিল যে আজি পর্যাপ্ত কৌশলি ব্যক্তির মন, প্রাণ, শরীর রূপান্তর হোল নাহী। তুম কহিবা যদি সত্য হুৰ তেবে সাকার নিরাকার একহী সঙ্গে উভয়ক ধর্ম পুরুষোরম সচিদানন্দ তত্ত্ব শাস্তি পুরাণ বেদ উপনিষদৰে প্রকাশ হেলা কিপরি ? এহা ক'ণ মনৰ কষ্টনা ?

উত্তর : এহা মনৰ কষ্টনা নুহো পূর্ণ সত্য। এই সচিদানন্দ তত্ত্ব প্রতিপাদিত হোক্ষিবেদ, উপনিষদ এবং শাস্তিৰে। এই তত্ত্বকু প্রতিপাদন করিছন্তি উগবান্ব বিষ্ণু, শঙ্কর। শাস্তি পুরাণৰে এহা প্রকাশ হোক্ষিক কবি, রষ্টি, মুনিমানক দ্বারা উগবানক প্রেরণারে। গীতারে কহিছন্তি স্ময়ং উগবত্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণৰে তুলসী দাস লেখন্তি শিব পার্বতীক প্রেরণারে। অথাম্ব সত্য যেৱঁ সাধক, যিন্ব ও কবিঙ্ক দ্বারা প্রকাশ হুৰ তাহা যোগানক মন, প্রাণৰে অনুভূত হেছ বা ন হেছ উজ্জ্বল চেতনা অথবা উগবানক প্রেরণারে তাহা স্বতঃস্ফূর্তি ভাবে যোগানক মধ্য দেছ ব্যক্ত হুৰ। হাত হোকথাএ কেবল যন্ত। তাহা লেখন্বা ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হুৰ নাহী হুৰ অন্য সত্য দ্বারা। সত্য সর্বথা বিদ্যমান থাএ শাস্তি, পুরাণ, বেদ উপনিষদ তথা প্রত্যেক ব্যক্তিৰ অন্তরে। চেতনার বিকাশ অনুসারে যথার্থ সময়ৰে তাহা উপলক্ষ হুৰ বা কর্মৰে প্রকাশ পাএ।

অতিমানস সত্য, অমৃত্ত লক্ষ্যাদি বেদ উপনিষদৰে বিদ্যমান অছি। তা'র প্রকাশ হেবার সময় আবি ন থবারু কৌশলি আগার্য উপায় বি করি নাহান্তি কিংবা প্রকাশ করি নাহান্তি। বর্ষমান তা'র সময় আবিষ্কি। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ এই পৃথ্বীকু আবি এহা উপলব্ধ করি অছন্তি এবং প্রকাশ করি অছন্তি।

প্রশ্ন : একহী সচিদানন্দ তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতার নিঅন্তি এবং যথার্থ স্বরূপে উপলক্ষ হুৰান্তি শ্রীঅরবিন্দক যোগ অতিমানস চেতনারে। অথৱেহী জাবনৰ পূর্ণতা এবং জাবন ও জগতৰ রহস্য হুৰ জ্ঞাত দেখা সমাধান। অতএক প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পুরাতন যোগীর সাধক শ্রীঅরবিন্দক যোগ গ্রহণ করি পারন্তি। অথৱে কৌশলি দোষ নাহী। অথৱে পুরাতন লক্ষকু ত্যাগ কৰায়া নাহী বৰং পরিপূর্ণ রূপে প্রাপ্ত কৰায়া এ। অথৱে আৰ সমেহ করিবাৰ ঘোন নাহী। কিন্তু আম্বেমানে পুরাতন যোগীর সাধক। বর্ষমান শ্রীঅরবিন্দক যোগ গ্রহণ করিছু, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা'ক পঠণে সহিত পূৰ্ব লক্ষ্যেবক পঠণে রঞ্জনু কি ত্যাগ করিবু ?

উত্তর : এহা নিৰ্ভৰ কৰিব তুম আন্তরিক ভাব উপরে। প্রত্যেক ব্যক্তিৰ আন্তরিক ভাব একেবারে স্বতন্ত্র এবং জ্ঞানকৰ অন্যতাৰু একেবারে ভিন্ন। যে সকাশে বাহ্য নিয়ম নির্বাচন কৰিবা কৌশলি ব্যক্তি পক্ষে সম্ভব নুহোঁ। কৌশলি ব্যক্তি হজার প্রকার পঠণে রঞ্জিপারে, শহে প্রকার ব্রত করে, সহু মন্দিৰে মুণ্ডিআ মারে, কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা থাএ মা'ক প্রতি, যে সমর্পণ করে মা'কু ও লক্ষ্য থাএ রূপান্তর যিন্বি। অন্য রূপে বিৰোধ করে নাহী কিংবা তা মনৰে দৃষ্টি ন থাএ।

আଉ কেতেক ব্যক্তি মা'ঙ্গ প্রতি নিষ্ঠারণ্ত অন্য স্বরূপ বর্জন করন্তি। যেমানক্তির ধারণা থাএ,
“অন্য পঁচো রঞ্জলে কিংবা অন্য মূর্তিকু বাহ্য পূজা কলে মো ইষ্ট নিষ্ঠা ব্যাহত হেব।”

এহি দুর্লভ যাক নিষ্ঠা সাধনার আরম্ভিক অবস্থারে ব্যক্তির স্বত্ত্বাব অনুসারে ঠিক। যে নিষ্ঠা
আন্তরিকতা সহ গ্রহণ করি পারন্তি তাহা তাঙ্গ পক্ষে উচিত। কিন্তু পাঠক্রুরে কেবল মা' শ্রীঅরবিদক
পঁচো রঞ্জা হেব। অন্য পঁচো রঞ্জা হেব নাহিৰ্ত্তি।

প্রশ্ন : পাঠক্রুরে কাহিঁকি শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গাঙ্গ পঁচো এহিত মা' শ্রীঅরবিদক
পঁচো রঞ্জায়াজ্ঞারে নাহিৰ্ত্তি ?

ଉত্তর : পাঠক্রু হেছেন্তি শ্রীঅরবিদক যোগ অনুষ্ঠানৰ গোটিএ প্রতীক। শ্রীঅরবিদক যোগ এই
হুৎ শ্রীমা শ্রীঅরবিদক্ষু সমর্পণ করিবা দ্বারা। শ্রীমা শ্রীঅরবিদক ব্যতীত অন্য ইষ্ট-নিষ্ঠা দ্বারা শ্রীঅরবিদক
যোগ এই ন হেছথুবা যোগুঁ পাঠক্রুরে অন্য ইষ্টক্ষেক্ষণ পঁচো রঞ্জা হেব নাহিৰ্ত্তি।

প্রশ্ন : পূৰ্ব আলোচনারে যেপৰি ইষ্ট ভাবে কহিলে যে জ্ঞানৰ পূর্ণতা অতিমানস এই
পূৰুষন যোগৰ ইষ্ট লক্ষ্য এহিত শ্রীঅরবিদ যোগ গ্রহণ কলে চলিব নাহিৰ্ত্তি, শ্রীঅরবিদ যোগ এই
করিবাকু হেলে পূৰুষন ইষ্ট লক্ষ্য ছানৰে শ্রীঅরবিদক যোগ-লক্ষ্য গ্রহণ করিবাকু হেব। ষেহিপৰি
পঁচো রঞ্জুবা বিষ্ণয়ৰে কাহিঁকি স্বপ্নৰূপে কহিলে নাহিৰ্ত্তি ?

উত্তর : কেবল পঁচো রঞ্জুবাৰে যদি যোগ এই হুআন্তা তেবে পঁচো রঞ্জুবা বিষ্ণয়ৰে নির্ভৰিত
রূপে কুহা হেবা আবশ্যিক হোজাথাআন্তা। ঘৰ কাছকু পঁচোৰে তাঙ্গি রঞ্জ, কিন্তু যে পর্যন্ত আন্তরিক
একনিষ্ঠা এহিত অভাপ্সা, সমর্পণ ন কৰ যে পর্যন্ত যোগ এইভু হজার কৌশ দূৰৰে রুহ। প্ৰধান কথা
হেলা অন্তৰ নিষ্ঠা। যাহাৰ অন্তৰ নিষ্ঠারে বাধা ন পড়ে যে অন্য পঁচো রঞ্জুপারে। যাহাৰ অন্তৰ
নিষ্ঠারে বাধা পড়ে বোলি তা মনৰে দৃষ্টি আসে যে অন্য পঁচো ন রঞ্জুপারে। এহা নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিৰ
আন্তরিক নিষ্ঠা উপৰে।

ইষ্ট নিষ্ঠা সমষ্টি এতে আলোচনা হেবা পৱে, অন্য ইষ্ট পঁচো রঞ্জা হেব কি নাহিৰ্ত্তি— এহি প্রশ্ন হেলা।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিদক যোগ গ্রহণ কলে গৃহলক্ষ্মী মহিলামানে ব্রুত উপবাস ও অন্যান্য দেবাদেবীক
পূজন করি পারিবে কি নাহিৰ্ত্তি ?

উত্তর : এহা নিৰ্ভৰ কৰে যেমানক্ষণ অন্তৰ নিষ্ঠা এবং আন্তরিক ভাব উপৰে। বাহ্য ব্রুত উপবাস
গোটাএ যান্তিক প্ৰশাল। এথৰে প্ৰায় অন্তৰ নিষ্ঠা ন থাএ। যাহাৰ অন্তৰ নিষ্ঠারে বাধা পঢ়িবা দৃষ্টি
মনৰে আসে যেমানে অন্যান্য দেবাদেবীক ব্রুত উপবাস ছাড়ি পারন্তি, যেছুমানক্তিৰ কৌশিষি দৃষ্টি ন
থাএ যেমানে কৰিপারন্তি। আজিকালি কলেজৰে পঢ়িবা অধুকাংশ ঝিঅমানে এহিষবু ব্রুত উপবাসৰু মুক্ত
থুবে। যেমানক্ষণ মধ্যে এহিষবু দৃষ্টি ন থুব। সাধনার প্ৰধান বস্তু হেলা অন্তৰনিষ্ঠা, এহি বিষ্ণয়ৰে এহি
লেখাৰে পূৰ্বে আলোচনা কৰা হোজাই। পঁচো রঞ্জুবা, ব্রুত উপবাস করিবা, কুল দেবাদেবীকু পূজা
করিবা ইত্যাদি একেবাৰে বাহ্য ব্যবহাৰিক বস্তু। অন্তৰ নিষ্ঠা এহিত এহাৰ কৌশিষি সমষ্টি ন থাএ।
আন্তরিক নিষ্ঠাভাব অনুসারে ব্যক্তি এহাস্বতু ত্যাগকৰি পারন্তি বা পূৰ্ববৰ্ত আচৰণ কৰি পারন্তি। এহা
সম্পূর্ণৰূপে ব্যক্তি উপৰে নিৰ্ভৰ কৰে।

প্রত্যেক ব্যক্তিৰ স্বত্ত্বাব এবং মানোভাব একতাৰু অন্যৰ একেবাৰে ভিন্ন। ষেহি যেকাশে প্রত্যেক
ব্যক্তিৰ মার্গ নিজস্ব। এহি কাৰণতাৰু বাহ্য ব্যবহাৰিক কৰ্ম সমষ্টি কৌশিষি নিয়ম নিৰ্ভৰণ কৰিবা সম্ভব
নুহেঁ। এহাৰ নিৰ্ণয় ব্যক্তি উপৰে ছাড়িবেবা উচিত।

ଶ୍ରୀଆରବିଦଙ୍କ ଯୋଗର ମୂଳନୀତି ମା'ଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମସମର୍ପଣ । ଯୋଗର ଏକେବାରେ ଆରମ୍ଭୁ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିଷା ପୂର୍ଣ୍ଣନିର୍ଭରତା ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସରାର ରୂପାନ୍ତର ମହାନ୍ ଜଟିଳକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ତେବେ ସେ ଏକେବାରେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ରତ ଉପବାସ, ଫଳୋ ରଖିବା ନ ରଖିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ? ଏହାସବୁ ଏକେବାରେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏ ସବୁକୁ ଏକେବାରେ ମହବୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ : କୁତୁମ୍ବରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ, ଅଥବା ସତ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ କିଂବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାନ୍ୟ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ମା' ଶ୍ରୀଆରବିଦଙ୍କ ଫଳୋରେ ପୁଷ୍ଟ ଧୂପାଦି ଅର୍ପଣ ବା ପୂଜନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର : କରାଯିବ । ମା' ଶ୍ରୀଆରବିଦଙ୍କ ପୂଜନ ତଥା ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଏ । ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେ କର୍ମ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଦେବମନ୍ଦିର ପୂଜନ, ହୋମ ଯଞ୍ଚାଦି ଶୁଭ କର୍ମ ପୂର୍ବପଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇପାରେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ

ସତ୍ସଙ୍ଗ : ଜୀବନ-ଉନ୍ନତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ

ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହେଲେ ତଥା ତାହାର ଯଥାଯଥ ଉପଯୋଗ କଲେ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକୁଳ ଆଗୋହଣ କରିପାରେ, କେତେ ଅକଞ୍ଚନୀୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କଠିନ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ସେସବୁ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ବିଜଣିତ ହୋଇପାରେ । ଉଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହେବା ପରେ ସେ ଯଦି ତାହା କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ନ କରେ ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହରାଏ । ଉଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ।

ଯେବେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀନ ଦୟାଳ
ରାଘବ ସାଧୁ ସଜ୍ଜି ପାଇଏ ।

(ବିନୟ ପତ୍ରିକା)

“ଯେବେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଜି କୃପା କରନ୍ତି ତେବେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ।” ସାଧୁସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଦୋଷ-ତ୍ରୁଟି, ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁ ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ ପ୍ରଯତ୍ନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା, ଦୋଷତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ତଥା ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ସଂସାରରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାର୍ଗରେ ଅଥବା ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ କେହି ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଯେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା । ଧୂବ, ପ୍ରହୂଦ, ନାରଦ, ବ୍ୟାସ, ବଶିଷ୍ଠ, ବାଲ୍ମୀକି, ଗୋସ୍ଵାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ, ବାର, ଯୋଦ୍ଧା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶନେତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନକୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି । କାଳିଦାସ କିପରି ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତଥା ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମହାନ୍ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ବାଲ୍ମୀକି ଦସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ-ଘାତକ, ପ୍ରାଣୀର କଷ୍ଟକ, କୁର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ । ଘୋର ପାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲା । ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ୍ ରକ୍ଷି ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଗୋସ୍ଵାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର-ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି :

ବାଲ୍ମୀକି ନାରଦ ଘଟ ଜୋନୀ ।
ନିଜ ନିଜ ମୁଖନି କହୀ ନିଜ ହୋନୀ ॥

— ବାଲ କାଣ୍ଡ

ରକ୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ନାରଦ, ଘଟ-ଜୋନି-ଅଗଣ୍ୟ । ସେ ଯେପରି ଥିଲେ, ଯେପରି ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖରେ ସ୍ଵଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଚରିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

কষ্টচূর্ণ, অস্পৰ্শ ভয়ত্বেষ্ট মুরবে কহিলা, “মোতে রক্ষা কর, মোর উদ্ধার মার্গ বত্তাথ। হে রক্ষিবর মো পরি ঘোর পাপীর ক’শ উদ্ধার নাহি’?”

রক্ষিমানকর নিজ পর কেহি ন থাএ। যেমানে আনন্দ, উগবর্দ উক্ত, উগবানক সঙ্গে এক, উগবানক যন্ত্র। যেমানে প্রাণীমানক মধ্যে উগবানকে দেখেন্তি। যেথুপাই যেমানক হৃদয় পদয় এবং কৃপাপূর্ণ থাএ। যেমানে যমস্তকর কল্যাণ চাহান্তি। দস্তুর কল্যাণ যেমানক কাম্য থুলা। যেহি যকাশে যেমানক আগমন হোজ থুলা। পুরুষ তা’র করুণা ক্রদন রক্ষিমানক হৃদয়কু দ্রবিত করি দেলা। যেমানে দয়া ও আশ্বাসনাপূর্ণ বাক্যেরে কহিলে, “বস্ত, ছুট। তোর কল্যাণ সুনিশ্চিত।” নিজ কমণ্ডলরু পবিত্র জল তা উপরে ছিঞ্চেদেলে এবং পরম্পর বিচার কলে,— “এহা দ্বারা কৌশিষি যৌবিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান হেবা যম্বব নুহেঁ। কিন্তু শীঘ্ৰ পাপর মুক্ত হোজ উগবর আন, উক্তি প্রাপ্তি এহা যকাশে আবশ্যিক। অতএব পাপ স্থুপকু জলাইবাকু অগ্নি যক্ষণ যৰ্বস্বুলভ এবং উক্তুষ্ট শক্তিশালী যাধন উগবর নাম। এহাকু নাম উপদেশ দেবা উচিত।” এহা নির্ণয় করি তাকু “রাম” নাম জপ উপদেশ দেলে। কিন্তু তাঙ্কর পাপ এতে প্রবল থুলা যে যে ‘রাম’ নাম উচ্চারণ করিপারিলে নাহি’। শেষে ‘রাম’র বিপরাত ‘মরা’ জপ করিবাকু রক্ষিমানে কহিলে। তাঙ্কর মার কাট করিবার অভ্যাস থুলা, তেশু যে ‘মরা’ যহজের কহিপারিলে। যদ্যপি রামর ওলগা নাম ‘মরা’ তথাপি অক্ষরে কৌশিষি ভিন্নতা নাহি’। ফেরে কেতেথের ‘মরা’ ‘মরা’ কহিবা পরে স্বতৎ ‘রাম’ শব্দে পরিণত হুঁ। তা’পরে মন একাগ্রতা যাহিত জপর বিধান রক্ষিমানে কহিদেলে এবং যেমানক ফেরিবা পর্যন্ত যেহি যানবে বস্তি নাম জপ করিবার আদেশ দেল যেমানে প্রয়ান কলে। উগবর নামৰ অপার শক্তি। গোস্বামী তুলসীদাস কহিছন্তি, “রাম নাম কহি নামগুণ গাই”— অর্থাৎ শ্রীরাম নিজে নামৰ মহিমা বর্ণনা করিবারে যমর্থ নুহন্তি।

এপরি দুরাচারা ব্যক্তি হোজ বি নাম জপ করিবা দ্বারা তাঙ্কর যমস্ত পাপ নষ্ট হোজগলা। তাঙ্ক হৃদয়-মন্দির শুভ্র, পবিত্র হেবারু শ্রীরামচন্দ্র প্রয়ত্ন হেলে। শ্রীরামক শ্যাম লাবণ্য রূপ-মাধুরারে তাঙ্ক যমস্ত ইন্দ্রিয় বিলান হোজগলা। যে যমাধুল হোজগলে। উগবর প্রেমভক্তি দিব্যানন্দের তাঙ্ক চেতনা এপরি নিমিত্তিত হেলা যে তাঙ্কর শরার-আন রহিলা নাহি’। যেহি ব্রহ্মানন্দর প্রভাব মন-প্রাণ-শরারে অতি মাত্রারে পত্তিবারু তাহা মধ্য ব্রহ্মান্ত হোজগলা। শরার উপরে উজ হুঁকা হোজগলা। কিন্তু রক্ষিকু শরার কৌশিষি আন ন থুলা। এহিপরি রক্ষি দিব্যানন্দ যমাধু অবশ্যারে কেতেশহ বর্ষ রহিবা পরে দিনে যদ্যুর্ধি যেতারে পহঞ্চ উজহুঁকা ভাঙ্গিদেলে এবং রক্ষিক যমাধু উজকরি তাঙ্ক জাগ্রত করি তাঙ্ক নাম ‘বালুকি’ রঞ্জলে। এহি চরিত বর্ণন হোজছি অধ্যামূ রামায়ণ সর্গ গ, শ্লোক ৪৪৭৮ গুরু ৮৮৮।

ওলগা নাম জপত জগজান।

বালমিকি ভৰ্ত ব্রহ্ম যমান।

— রামচরিত-মানস

“যমস্ত যমস্ত লোক জাণতি বালুকি ওলগা নাম জপ করি ব্রহ্ম যমান হোজছন্তি।”

মরা, মরা, জপত মুনিষ পরংবৃহু উয়ো।

রাম, রাম জপত ন জানে কৌন পদহে।

— ‘হরিনাম যুমরানি’

তো মুনি প্রত্যে এ বচন | তেনু প্রকোষ্ঠ নুহেঁ মন ||
 কৃষ্ণ নির্মল পঞ্চ গুণ | যেশু ন কল উচারণ ||
 যে ধর্মে কৃষ্ণ তোষ নোহু | এ ধর্ম নিরন অচে |

এতস্থাপুরিতম্ ব্রহ্মপত্রয় চিকিষ্টম্
 যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণী ভাবিতম্ ॥৩৭॥

“পূরুষোরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমষ্টি কর্ম সমর্পণ করিদেবাহি সংসারের তিনি তাপর একমাত্র ঔষধ। এহা মুঁ দুষ্প্রকৃতি কর্ম।”

যে পুণ্য বেদমার্গে করে | সকামচিরে ফল ধরে ||
 হরিঙ্গি ন করে অর্পণ | এ সর্ব ফল অকারণ ||

ব্যাপ্তিদেব, তুম্হে শাস্তি পুরাণ রচনা করিঅছ সত স্বুচ্ছাং ভগবত চরিত্র বর্ণন করি নাহি। সেথুপাল তুম্হকে পরম শাস্তি পরমানন্দ প্রাপ্ত হোল নাহি। মনুষ্য সমষ্টি প্রকার সাধন সপ্তন, কাব্য রচনারে প্রবীণ, জ্ঞানচিক সমষ্টি কার্য্যেরে দক্ষতা প্রাপ্ত করে, বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান, দেশেবা, পরোপকার, অন্যুর হিতসাধনার্থে ঔষধালয়, অক্ষয় দানাদি উভয়কর্ম করিবারে তাঙ্গু যথার্থ সুখ শাস্তি মিলে নাহি, যেপর্যন্ত এই সমষ্টি কর্ম ভগবানকে অর্পণ ন করে, ভগবত গুণগান ন করে। তুম্হে ভাগবত রচনা কর যাহাকু পাঠন পাঠন করি অগণিত নরনারা উদ্বার হেবে। এবে মোতে পরমানন্দ প্রাপ্তির বিষয় মো পূর্বজন্ম বৃত্তান্তে শুশি।

নারদক্ষ পূর্বজন্মের ভূত্বান্ত

ব্যাপ্তিদেব, মুঁ পূর্বজন্মের জগৎ বেদবাদা ব্রাহ্মণক দাসার সত্ত্বার থুলি। এই ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ পঞ্চিত তথা ভূত্বান্তে উল্লে। দেবিয়োগে কেতেক মহাম্যা তাঙ্গু গৃহরে পদার্পণ কলে। ব্রাহ্মণ তাঙ্গু ভঙ্গিপূর্ণ দেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করি প্রার্থনা কলে, “বর্তমান বর্ষারত্বের আগমন, কৃপাপূর্বক চতুর্মাস ব্রত এহিঠারে করত্ব।” অর্থাৎ বর্ষা রত্বের এহিঠারে নিবাস করত্ব। মহাম্যামানে তাঙ্গু প্রার্থনা স্বীকার করি যেতারে নিবাস কলে। ব্রাহ্মণ স্বয়ং মহাম্যামানক দেবা কার্য্যেরে চতুর রহুথুলে। এই সময়েরে মোতে মধ্য মহাম্যামানক দেবারে শৌভাগ্য প্রাপ্ত হেলা মুঁ যদ্যেপি পাঞ্চবর্ষের বালক থুলি তথাপি মোর চপলতা ন থুলা। মুঁ খেলাখেলি করুন থুলি। বহুত কম কথা কহুথুলি ও দেমানক একাশে দাস্তকাঠি আশি দেউথুলি। দেমানে স্বান করিবাকু যিবা সময়েরে দেমানক কমশ্চলু উত্তোল তাঙ্গু হাতরে দেল দেউথুলি। মোর শাস্তি স্বভাবরে দেমানে সন্তুষ্ট থুলে। দেমানক তোজন পরে দেমানক আঞ্চাপ্রাপ্ত করি শেষেরে বশ্চ রহিথুবা উচ্ছিষ্ট ভোজন করুথুলি। সন্তুষ্টানক দেবা তথা দেমানক উচ্ছিষ্ট ভোজনরে মো হৃদয়, মন শুভ হোজগলা। দেমানক সংজ্ঞেরে রহি দেমানকতাৰু ভাগবত লীলা গুণগান শুশি ভগবানক প্রতি মো হৃদয়েরে ভক্তি উপুন হেলা। দেমানক ভজন পূজন দেশে দেহিপরি আচরণেরে মোর স্বত্ত্বে প্রবৃত্তি হেলা।

मत्तस्ज्ञ प्रभावरु मोर बिनय स्वर्भाव थूला । मुँ आङ्गापालनरे उपूर थूलि । बालक प्रति येह हेबा स्वाभाविक । मोर समष्टि सद्गुण देखु महामामाने मो उपरे अत्यन्त उत्कृष्ट थूले । एहिपरि येमानक्ष येबारे चारिमास रहिलि । यिबा समयरे दानबस्तु मूलिमाने मोते उगवर गुप्तउप उपदेश देइ प्रश्नान कले, येहै उपदेश प्राप्तिरे मनुष्य यंसारर मोह-जालरु मुक्त होइ परमपद प्राप्त होइपारे ।

मो मन उगवानक्ष उरशरे येहिर होइगला । केबल मा’र मोह-बन्धन योगुँ ता’ पाखरे रहित उविष्यर समयकु अपेक्षा करुथूलि । मा’ यंसार मायारे बन्ध थूला । ता’र संसारर समष्टि येह-ममता मोतारे एकत्र होइथूला । मोर पालनपोषण उउमरु उउमरुपे करिबाकु चाहुँथूला । किन्तु अन्यर येबिका थूबारु येहै करिपारु न थूला । रात्रिरे थरे येहै गाइ दुहिंबाकु यिबा समयरे ताकु सर्व दंशन कला । ता’र मृत्यु सज्जे येहै मोर समष्टि बन्धन छिन्ह हेला ।

उगवानक्षु प्राप्त करिबा उद्देश्यरे मुँ घरु बाहारि केतेग्राम, नगर अतिक्रम करि गोटिए योर जञ्जलरे प्रवेश कलि । क्षुधा पिपासारे पथयात्रा योगुँ बहुत दुर्बल अनुभव कलि । बन मध्य गोटिए नदी देखु येथरे स्नान करि जलपान करिबारु पथश्रुति दूर होइगला । येहि नदी निकटरे थूबा अश्वरथ बृक्ष मूले बस्ति महामामानक्ष उपदेश अनुसारे हृदयरे उगवर मूर्छिर धानपूर्वक मन्त्र जप कलि । उगवर उच्चिरे नेत्ररु प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित हेला । कष्ठ रुद्र होइगला; गोमाञ्च, कम्प आदि यादिक भाव शराररे प्रकाश हेला । उगवर दर्शन सकाशे हृदय बयाकुल होइपडिला । उगवान् करुणामय दानबस्तु । मो बयाकुलता आउ येहै सहि पारिले नाहीँ । मो हृदय मन्त्रिरे ताङ्क दिव्य स्वरूपरे येहै प्रघट हेले ।

‘निर्जन बनेन नदीकूले	। बस्ति अश्वरथ उरुमूले ॥
कृष्णर पादपद्म युगे	। धाने चित्र दृढ़ मार्गे ॥
उक्षेण गदगद बचन	। अश्वजलरे नेत्र पूर्ण ॥
उक्षेण परम आनन्दे	। हरि बिजय मोर हृदेदे ॥
अत्यन्त प्रेमउरे देहे	। उद्गम हेले तनु रुहे ॥
आनन्दसागरे दुडिली	। उत्तम लोक न जाणीली ॥
रूपे कि देबा परमानन्दर	। मन बचन अगोरर ॥”

— उगवत, १७ । १७

उगवानक्ष दर्शनरे मुँ आनन्द बिभोर होइ पडिलि । किन्तु खुर अन्त समय परे उगवानक्ष येहि दिव्य स्वरूप अन्तर्नान होइगला । येहि दिव्य स्वरूप न देखु मुँ अत्यन्त बयाकुल होइ पडिलि । बारंबार समाहित चित्ररे चेष्टा करिबारे मध आउ उगवानक्षु न देखु शोकरे बिहुल होइगलि । उगवान् आकाश बाणीरे कहिले, “बस्ति, अन्तर्काल स्त्रियेबा प्रभावरे तो हृदय पवित्र होइ याइथूला । तो उस्तुह बृद्धि करिबाकु मुँ दर्शन देलि । मोते प्राप्त करिबार तोर एहि येहै दृढ़ संक्ष केबे नष्ट हेब नाहीँ । सृष्टि प्रलय हेले मध मो जुपारे तोर मो स्वरूप बराबर रहिब । एहि शरार त्याग करिबा परे तु मोर पार्षद होइ मो पाखरे रहिबु ।

“মতির্মায়ি নিবক্ষেয়ং ন বিপদেয়েত কর্হচিত
প্রজাপুর্ণ নিরোধঃপি সৃষ্টি চ মদনুগ্রহার্থ । ৭৪ ।”

— ভাগবত, ষষ্ঠি অধ্যায় ।

“মোর স্বেক্ষণ স্বেক্ষণ পালে । তেশু দেশ্মলু মোতে তোলে ॥
মুঁ যার চিরে নিত্য আল । তা হৃদে অমঙ্গল কাহি ॥
এবে স্বাধুক্ষ স্বেক্ষণ করি । দীর্ঘ জ্ঞান দেহে ধরি ॥
দৃঢ় উক্তি মোর পাদে । চিরে প্রস্তারু অপ্রমাদে ॥
এ দেহ ছাড়ি মোর ধানে । অন্তে মিলিবু মো তুরনে ॥
মোর বিষয়ে তোর মতি । কেবেহে মোহিব দুর্গতি ॥
সৃষ্টি প্রকল্প বাধা যেতে । কেবেহে ন লাগিব তোতে ॥”

— ভাগবত, ষষ্ঠি অধ্যায় ।

ভগবান্ন এহা কহি অন্তর্দ্বান হোলগলে । ভগবানঙ্ক উজন ধান স্বত্সঙ্গে বহুত বৰ্ষ ব্যতীত কলি । ঠিক সময়েরে অক্লেশের শরীর ত্যাগ করি ভগবত্ত ধাম প্রাপ্ত হেলি । পরে নূতন সৃষ্টি সময়েরে ব্ৰহ্মাঙ্ক মানস পুত্ৰ রূপে জন্ম হোল স্বত্সং স্বার বিচৰণ কৰুথাই । স্বত্সং প্রভাবৰু ভগবানঙ্ক চৰণেরে অচলা উক্তি, পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হোল থৃবারু স্বত্সং ব্যথা মোতে স্বর্ণ করি পারে নাহি, অবাধেরে স্বর্ণ মৰ্ত্যে পাতাল বেঁকুশাদি প্লানেরে বিচৰণ কৰুথাএ ।

ব্যাপদেব তুমে ভাগবত চৰনা কৰ । তুমৰ গুৱানি দূৰ হোলয়িব ।

অগন্ত্য

অগন্ত্য মাতা গৰ্ভৰু জাত হোল ন থৈলে । অগন্ত্য মিত্র বৰুণক্ষ তেজৎ দ্বারা ঘট (কলস)ৰু জাত হোলথৈলে । কিন্তু স্বত্সং প্রভাবৰে এতে মহান রষ্টি হেলে যে তাঙ্ক স্বত্সং স্বকাশে ভগবান্ন শক্তি কেবে কেবে তাঙ্ক পাখকু যাউথৈলে ।

গোস্বামী তুলসী দাস তাঙ্ক চৰনা ‘রাম চরিত-মানস’ রামায়ণেরে স্বত্সং মহৱ বৰ্ণনা কৰিবা সময়েরে কহিছক্তি,

“বিধু হৰি, হৰি, কবি, গোবিন্দ বাণী ।
কহত স্বাধু মহিমা সকুচানি ।
যো মোস্বন কহিজাতন কেঁশো ।
সাক বশিক মণি শুণগণ জেঁসে ।”

“ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ, কবি শুক্রাচার্য, পশ্চিত বৃহস্পতি তথা স্বতী, স্বষ্টিমানক্ষ মহিমা কহিবাকু সক্ষেত্ৰ কৰতি । এপৰি প্লানে স্বত্সং মহৱ কহিবারে মুঁ এপৰি অসমৰ্থ যেপৰি শাশ বিক্রি কৰিবা ব্যক্তি মণি মাণিক্য মুণি জাণিবারে অসমৰ্থ ।”

গ্রহ তেষজ জল পঞ্জন
 পঠ পাই কুয়োগ সুয়োগ
 হোহি কুবস্তু সুবস্তু জগ
 লঞ্জহি সুলক্ষণ লোগ ।

— [রামচরিত-মানস, বালকাণ্ড ৭(ক)]

“গ্রহ, ঔষধ, জল, পবন, বস্ত্র কুয়োগ বা সুয়োগ পাই কুবস্তু বা সুবস্তু হুঁচি, এ বিষয় বিচারণাল পূরুষ জাণতি ।” নবগ্রহ মধ্যরু কৌশলি গ্রহ কৌশলি শান্তি উভয় পাল দিঅন্তি । কিন্তু এছে গ্রহ অন্য শান্তি রে কিংবা অন্য গ্রহ সংজ্ঞারে রহিলে খরাপ পাল দিঅন্তি । ঔষধ রোগ অনুকূল এবং অনুপান ঠিক হেলে রোগী রোগমুক্ত হুঁখ, অনুপান বিপরীত ঔষধ রোগীর প্রতিকূল হেলে এছে ঔষধ দ্বারা ব্যক্তির মৃত্যু হুঁখ । জল তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করে, এছে জল বিষ সংজ্ঞারে মনুষ্যের প্রাণ নাশ করে । জল ঔষধ মিশ্রিত হেলে মৃত্যুমুখী রোগীকু আরোগ্য করে, উগবানক সংস্করণে চরণামৃত হুঁখ, ব্যক্তি পবিত্র হেবা উদ্দেশ্যেরে ষেবন করতি । এছে জল ক্ষতিপ্রাপ্ত পুষ্টি অথবা সুবাস দ্বয়ক স্বর্গ করি বায়ু আবিলে মনুষ্য ঘৃণা করতি । পুষ্টি পুষ্টি পুষ্টি অথবা সুবাস দ্বয়ক স্বর্গ করি বায়ু আবিলে ব্যক্তি হৃষ্ট ষেবন করে । দুর্গন্ধি বস্তু সংস্করণ বায়ু আবিবা মাত্রে মনুষ্য নাক বন্দ করি পকাএ । দেবতা অথবা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষক বস্তুক ব্যক্তি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতি । এছে বস্ত্র শব সংস্করণে এপরি অপবিত্র হুঁখ যে তাকু ব্যক্তি ছুঁচি নাহি । এহিষবু বস্তু যেপরি ভল সংজ্ঞারে মহান হুঁচি ষেহিপরি মন সংজ্ঞারে মহান নিকৃষ্ট এবং ত্যাজ্য হুঁচি । এহা কেবল সংজ্ঞার প্রভাব ।

মনুষ্য সংজ্ঞার প্রভাবেরে দেবতা হোজপারে, অস্তুর মধ্য হোজপারে । এহা প্রত্যক্ষ রূপে আজি বি আম্বমানক সম্মুখীনে ঘুচুআছি । মনুষ্য মধ্যে যে উৎসবু অসাধারণ শক্তি থাএ তাহা কেবল ষেবণারে বিকাশ হুঁখ । সংস্কারেরে সবুতাৰু যথার্থেরে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহাতাৰে যে শক্তি বিকাশ হোজছি তাহাতাৰু অধূক শক্তি জগন্ম নিকমা অপদার্থ ব্যক্তি মধ্যে নিহিত অছি । কিন্তু তা’র ষেবণার অভাব এবং প্রয়োজন অভাবৰু তা’ মধ্যে সুপ্ত শক্তি বিকশিত হোজপারি নাহি ।

ষেবণার স্বরূপ

ষেবণার তিনি প্রকার । প্রথম ষেবণার : ষে স্বরূপ উগবৰ প্রাপ্তি । এহাহি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার ষেবণার পাল । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ষেবণার প্রথম ষেবণার উগবৰ প্রাপ্তির উপায় অথবা সাধন । দ্বিতীয় ষেবণার অর্থ : যে উৎসবু উগবৰ প্রাপ্তি করিথাআন্তি, উগবৰ চেতনা সংজ্ঞা এক হোজ থাআন্তি ষেমানক সংজ্ঞা । তঙ্গুরা ব্যক্তির অন্তরামা জাগ্রত হুঁখ । যে উগবৰ প্রাপ্তির উপায় সাধনা করিবারে উপর হুঁখ । তৃতীয় ষেবণার : গোটিএ গোষ্ঠীৱে কেজেজন্ম একত্র হোজ উগবৰ চেতনা, নাম, যশঃ বর্ণন করতি অথবা সামুহিক রূপে সাধনা করতি কিংবা কৌশলি ব্যক্তি দ্বারা উগবৰ গুণ, চেতনা, উগবৰ প্রাপ্তির সাধনা বিষয় শুণতি ।

প্রথম ষেবণার হেলা, দ্বিতীয়, তৃতীয় ষেবণার পাল, অথবা এইকি । দ্বিতীয় ষেবণার স্বলভ নুহে । উগবৰ কৃপারু কেবে কেবে অকস্মাৎ প্রাপ্তি হুঁখ অথবা প্রয়াস করি অন্য শান্তি গলে মিলে । কিন্তু

মকাশে মা' শ্রীঅরবিদ অতিমানস শক্তিকু এহি পৃথিবীকু উতারি আশি অচ্ছতি। এহি শক্তির ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি কল্পনাতে লক্ষ্যে প্রয়োজন প্রয়োজন প্রয়োজন। এহি লক্ষ্য অপ্রত্যাশিত মহান্ম হেবা স্বতে এহার সাধন বহুত স্বতে।

এহার সাধনা পদ্ধতি হেলা অভ্যন্তর, সমর্পণ, ত্যাগ, একাগ্রতা একাশে ধান। অভ্যন্তর অর্থ তৈরি ইচ্ছা অর্থাৎ লক্ষ্য প্রাপ্ত হেবা, লক্ষ্যপ্রাপ্তি পূর্ব অবস্থারে মন-প্রাণ-শরীরের সমতা, শান্তি, আনন্দ, আনন্দ দিব্যগুণ প্রতিষ্ঠা করিবা একাশে অভ্যন্তর। নিজে নিজের যাহা কিছি সমষ্টি এবং শরীরের হেতুথেবা শূল শূল কর্ম ভাগবত শক্তিক চরণের উপর্য। লক্ষ্যপ্রাপ্তিরে বিরোধী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্বার্থ, হিংসা, আলস্য, তামসিকতার ত্যাগ। এখনের সাহায্য একাশে হৃদয় গুরুর কিংবা মন্ত্রিশ্বরে ধান। এহা স্বল্পত ও অত্যন্ত সরল হৃৎ মা'ক প্রতি শুক্র, বিশুদ্ধ, নির্ভরতা রশ্মিলো। মা' অতিমানস শক্তিকু ধারণ করিঅচ্ছতি, ছোট শিশু সদৃশ নিজেকু মা'ক হাতেরে দেজ দেলে মা' সমষ্টি বাধাবিমুরু রক্ষাকরি লক্ষ্য মার্গেরে নেজেচালতি। যথার্থে এহি যোগর সাধন ভাগবতী শক্তি। পুরাতন যোগর আবাসন, প্রাণায়াম, উকুশ ধান, ধারণা, যম নিষ্ঠামাদি শক্তিশালী সাধনা এহি লক্ষ্যে প্রয়োজন করিবারে অসমর্থ। এহা কেবল সাধন হৃৎ ভাগবতী শক্তির ক্রিয়ারে। ভাগবতী অতিমানস শক্তির ক্রিয়ারে এহি স্বরূপ ক্রিয়া স্বতঃস্বরূপ ভাবে আচরিত হৃৎ তথাপি এসবুর প্রাধান্য ন থাএ।

ব্যক্তি উপর্যাহ সহিত সাধনারে প্রবৃত্তি হৃৎ এবং তা'র মা'ক প্রতি বিশুদ্ধ ভরে দৃঢ় হৃৎ এবং স্বত্বজ্ঞ দ্বারা। পূর্বে আলোচনা হোজেছি স্বত্বজ্ঞের তিনিপ্রকার অবস্থা। গোটিএ দিক্ষি, অন্য দুজটি উপায়। দিক্ষি স্বত্বজ্ঞের অর্থ : স্বত্বজ্ঞের মনুষ্য অন্তর্গত চেতন্য-পুরুষ (Psychic Being) সহিত মন, প্রাণ এক হেবা অর্থাৎ চেতন্য-ধর্মের মন-প্রাণের রূপান্তর হেবা। তাহারি দ্বারা পরিচালিত হেবা অথবা ভগবানক সহিত এক হোজ ভাগবতী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হেবা। এহা দিক্ষি-স্বত্বজ্ঞ। কৌশল মহাপুরুষক দর্শনের অথবা উপদেশের ব্যক্তির চেতন্য-পুরুষ জাগ্রত হৃৎ এবং ব্যক্তি ভগবদভিমুখী হৃৎ। এহা উপায়-স্বত্বজ্ঞ। মনুষ্যের অন্তর্গত স্বরূপ সময়ের জাগ্রত রহে নাহি কিংবা মনুষ্যের প্রবৃত্তি স্বরূপ সময়ের ভগবদভিমুখী হৃৎ নাহি। বাহ্যিকার বিষয় ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা বারংবার অন্তর্গত আবৃত হোজ যাউথাএ। এহাকু সজাগ, সক্রিয় রশ্মিবা একাশে তৃতীয় স্বত্বজ্ঞের আবশ্যিক হৃৎ। কেতেক ব্যক্তি গোটিএ সংগী বা গোষ্ঠীরূপে একত্র হোজ ভগবত বিষয় আলোচনা এবং ধান আদি ভগবত আরাধনা করন্তি। শ্রীঅরবিদ যোগর সাধকমানে এহিপরি সংশ্লাকু পাঠক্র নামেরে কহন্তি। এহাহি তৃতীয় স্বত্বজ্ঞের স্বরূপ। এহা স্বতে শক্তিশালী এবং সাধনারে সহায়ক।

পাঠক্র উপযোগিতা

প্রশ্ন : পাঠক্র উপযোগিতা ক'র ?

উত্তর : পাঠক্র দ্বারা ব্যক্তি নিজ লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায় সমন্বে সচেত হৃৎ এবং কার্য্যেরে চপুর হৃৎ। এখনের ব্যক্তির সাধনা করিবা দায়িত্ববোধ উপুন হৃৎ।

প্রত্যেক কার্য্য সর্বাঙ্গীন ভাবে অনুষ্ঠিত হেলে শান্তি এবং নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হৃৎ। গোটিএ অঙ্গ বাদ দেলে অংশহান অশুন্ত পুজা সদৃশ অপূর্ণ হৃৎ। উদাহরণ রূপে বিদ্যার্থী যদি বিদ্যার্থীমানক স্বজ্ঞেরে রহে তেবে ভল পড়িপারে। অন্যথা খেলপুঁয় বজারা কুপ্রবৃত্তি পিলাঙ্ক স্বজ্ঞে গোটিএ ভল বিদ্যার্থী

রহিলে ষে খরাপ হোଇপারে । ঠিক ঘেহিপরি অধাম্ সাধনা । অধাম্ মার্গের সাথী এবং অধাম্ মার্গের আলোচনা অধাম্-সাধকর আবশ্যিক ।

প্রশ্ন : পাঠক্র দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তি তথা উপায় সমষ্টি ব্যক্তি কিপরি সচেত হুৰ ?

ଉত্তর : সামুহিক পাঠক্র অনুষ্ঠানরে গোটিএ আধামীক বাতাবরণ সৃষ্টি হুৰ, যেহি বাতাবরণ প্রভাবরে ব্যক্তি নিজ লক্ষ্য এবং সাধনা সমষ্টি সচেত হুৰ । মনুষ্যের মন, প্রাণ স্বার্থপূর্ণ, সাংসারিক কর্ম তথা বিষয়ের আসন্ন । শরীর তামস, আলস্যের বশীভূত । স্বাভাবিকরূপে মনুষ্যের তামসিক এবং রাজসিক কর্মের প্রভূতি । মনৰ চাঞ্চল্য, প্রাণৰ বিষয় রোগ আস্তি, সাক্ষিক বিশেষজ্ঞ অধাম্-কর্মের ঘোৱ বিৰোধী । মনুষ্যের নিজ মধ্যে যেৱঁ বিৰোধী তত্ত্ব অছি যেহি বিৰোধী তত্ত্ব মধ্য বাহারে অছি । তাকু প্রতি মনুষ্যের প্রতি নিঃশ্঵াস-প্রশ্বাস দ্বারা বিৰোধী তত্ত্বের সহিত আদান-প্রদান করিবাকু হেঁচেছি । উগবানঙ্ক কৃপারু কৌশলি অধাম্-পথক সাধক, মহাপুরুষ কিংবা অধাম্-গুৰু সংস্কৰণে অন্তরামা জাগ্রুত হেলে মনুষ্য অধাম্ মার্গের প্রভূতি হুৰ; কিন্তু নিজ মন-প্রাণ-শরীরের নিম্ন প্রভূতি দ্বারা পুনৰায় আবৃত হোইয়া এ । মনুষ্য যদি বারংবার সংজ্ঞান, স্বপ্নে, অভায়সা করে তেবে তাহার এহি ভাব অভ্যাসের পরিণত হুৰ । এহাহুৰ সত্ত্বসংজ্ঞার প্রভাবরে । যে পর্যন্ত ব্যক্তির মন-প্রাণ-শরীরের স্বাভাবিকরূপে উৎসাহ আনন্দ সহিত অধাম্-মার্গের প্রভূতি ন হোঁচি যেপর্যন্ত বাহ্যনিম্ন মন, নিম্ন প্রাণৰ প্রতিকূল উজ্জ্বল বারংবার আবি ব্যক্তির অন্তরামাৰ প্রেরণাকু আবৃত কৰি আধাম্-পথকু বিপথগামী কৰুথাএ । এথৰু মুক্তি রহিবা সকাশে অনুকূল আবেষ্টনীৰে রহি বারংবার অভ্যাস কৰিবা আবশ্যিক ।

অজ্ঞান রঙ্গুখ্যলে নিতেয় ।

মলি ন রহে যেন্নে নেন্ত্রে ॥

— ভাগবত

অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হুৰ অধাম্-মার্গের কেতেক ব্যক্তি একত্র হোই একহীঁ লক্ষ্য রঞ্জ, সাধনা অভ্যাস এবং বিষয় আলোচনা কৰিবা দ্বারা । এহি কারণের বড় বড় বৈরাগ্যবান্ম ব্যক্তি ঘৰ পরিবার ছাড়ি অধাম্-সমাজের যোগ দেল সাধনা কৰ্ত্তি । অনাদি কালৰু অধাম্-সাধনা সকাশে সমষ্টি পুরাতন যোগ এহি একহী নিয়ম স্বীকার কৰি আহিঅছি । শ্রীআৰবিদঞ্জ যোগ-সাধনা সকাশে এহা মধ্য অত্যন্ত আবশ্যিক । এহি যোগ কেতেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সকাশে নুহেঁ, সমগ্ৰ বিশ্ব সকাশে । এহি কারণেরু এহা কেবল গোটিএ কেন্দ্ৰে স্বীমাবন্ধ ন হোই প্রতি ঘৰে, প্রতি গ্ৰামৰে, প্রতি সহৰে অনুষ্ঠিত হেবা আবশ্যিক । সবুতাৰু উৱম, সহজ, উপযোগী পঞ্চা হেলা ব্যক্তি যেৱঁ গ্ৰামৰে, যেৱঁ সহৰে অছন্তি যেহিতাৰে পাঠক্র ছাপন কৰি নিষ্ঠা সহিত নিয়মিতৰূপে অনুষ্ঠান কৰিবা উচিত । এহাৰ প্রভাব পরিবাৰ গ্ৰাম এবং সপ্তকীয় ব্যক্তিঙ্ক উপরে পড়ে । এহিপৰি অনুকূল বাতাবরণ নিজ সাধনারে সাহায্য কৰে । এথৰে নিজৰ তথা অন্যৰ কল্যাণ হুৰ । এহি সত্ত্বসংজ্ঞ দ্বারা ব্যক্তি অনায়াসেৰে পৱনবৃক্ষ পুৰুষোৱম উগবানঙ্ক সহিত এক হোই তাঙ্ক যন্ত্ৰ হুৰ এবং তাঙ্কৰি শক্তি দ্বারা পূৰ্ণৰূপে পৱিত্ৰালিত হুৰ । এথৰে নিজ মন-প্রাণ-শরীর উগবানঙ্ক রূপান্তৰ হুৰ, উগবান নিৰাবৰণ রূপে প্ৰকাশ হুৰান্তি । এহা সংজ্ঞ সংসারে দুঃখ দূৰ হুৰ । বহু শাস্ত্ৰায়ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাহ্য মানসিক জ্ঞান প্ৰাপ্তি অপেক্ষা নিয়মিতৰূপে নিষ্ঠা সহিত অছি অধাম্-সাধনা অভি উৱম । আৱমিক অছি সাধনা অনুৰোধ বৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষ হোই মহান্

হিকু প্রাপ্ত হু�। পাঠক্রূর নিয়মাবলী, ধানর বিধৃ, সমর্পণৰ প্রশালী “শ্রীঅৱিদ লোক-সাহিত্য”ৰে আলোচিত হোৱাইছি। এতাৰে পাঠক্রূৰে আলোচনা হৈবা সকাশে বহি তালিকা দিআ হৈছে। পাঠক্রূৰে মা’জ উপষ্ঠিতি বৰাবৰ থাএ, ব্যক্তি বিশ্বাস ও সদৰাব রখলৈ এহা অনুভব কৰি পাৰিব। পাঠক্রূৰে মা’জৰ উপষ্ঠিতি মানি নিয়মিত দিন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰে ঘোৱাৰে পাঠক্রূ মেমৰ তথা যেজ্ঞানে অধ্যায় চৰ্চারে রুচি রঞ্জিত ঘোৱানে একত্ৰ হৈবে। প্ৰথমৰে নিমুলিষ্ট সূচি অনুসাৰে অধ গৰ্ভাব অথবা ৪০ মিনিট জশে পঢ়িবে। অন্যান্য সদস্যমানে নীৱৰণৰে একাগ্ৰতা সহিত শুশিবে। শুশিবা বিষয়ৰে যাহাৰ প্ৰশ্ন কৰিবা আবশ্যিক হুৱ ঘোৱাৰে কৰিপাবকি। বক্তা ঘোৱানে প্ৰশ্নকৰ্তাৰ রুখাল দেবে। আবশ্যিক হেলে পাঠক্রূৰ বিবৰণী প্ৰতিমাস শেষৰে ‘নবজ্ঞেয়াতি কাৰ্য্যালয়’কু লেখবা সময়ৰে প্ৰশ্ন মথ লেখপাবিবে অথবা পত্ৰ দ্বাৰা জশাই পাৰিবে। পত্ৰা হৈবা পৱে নীৱৰণ ধান ১৪/১০ মিনিট হৈবা আবশ্যিক। পাঠক্রূ আৱশ্যক শেষ পৰ্যন্ত ঘোৱাৰে কৌশলি বাজে কথাবাৰ্তা বা গপ পূৰ্ণতঃ নিশেধ।

পাঠক্রূৰে পঢ়াহৈবা পুষ্টকসূচী*

১. শ্রীঅৱিদ পাঠক্রূ সভ্যমানক পৃতি
২. লোক সাহিত্য ন. গ
৩. পুত্রেক মনুষ্যৰ কৰ্তব্য
৪. লোক-সাহিত্য ন. ১ রু শেষ প্ৰকাশন পৰ্যন্ত
৫. যোগ ও তাহাৰ উদ্দেশ্য
৬. মাতৃবাণী
৭. যোগ প্ৰদীপ
৮. যোগাধাৰ
৯. মা’জ সমষ্টি শ্রীঅৱিদক পত্ৰাবলী
১০. মা (The Mother)
১১. শ্রীঅৱিদক যোগ ও বাধনা, ১ম ও ২য় ভাগ
১২. Letters of Sri Aurobindo, Tome I, II
১৩. The Synthesis of Yoga

পুত্রেক পাঠক্রূৰ মেমৰমানে কুমানুষ্যৰে এহিস্বৰূ বহি ভলভাৱে একাগ্ৰতা সহিত কিছি সময় ধান পৱে অথবা অন্য সময়ৰে নিয়মিত রূপে পঢ়িবে। কিন্তু স্বাধাৰ রূপে পঢ়িবে :

1. The Mother
2. Prayers and Meditations of the Mother
3. White Roses
4. The Synthesis of Yoga
5. Savitri

* এই পুষ্টকসূচীটি ১৯৭৮ মষ্টহাৰ। বৰ্তমান শ্রীঅৱিদ আশ্রম প্ৰকাশন বিভাগ এবং নবজ্ঞেয়াতি প্ৰকাশন বিভাগৰ পুষ্টকতালিকারু আপণমানে পুষ্টক নিৰ্বাচন কৰিপাবকি।

ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ‘ମା’, ‘ମାତୃବାଣୀ’ ସ୍ଵାଧ୍ୟ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ କମ ପଡ଼ିଥୁବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ନ ପଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ବି ଅବଶୋଷ କରିବେ ନାହିଁ । ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଧନାରେ ସାହାୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ନିଜ ଅନ୍ତରୁ । କମ ପଡ଼ିଥୁବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମର୍ପଣ, ଅଭୀପ୍ରସା, ଏକାଗ୍ରତା, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଢ଼କୁ ନେଇ ଚାଲେ ।

ମହାନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲଭାବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟନ କରି କଷ୍ଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧନା ନ କଲେ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି; ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ବହୁତ ସମୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ରହସ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରି ପ୍ରତିକୂଳ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତିତା ମହାପୂରୁଷ ଉଚ୍ଛବିର ଚେତନାରେ ରହି ମନର ଉର୍ଧ୍ଵ ବିଷୟ ରଚନା କରନ୍ତି । ସେ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମନର ଉର୍ଧ୍ଵ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଡ଼ି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହି ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟଥା ସାଧନା ନ କରି କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିଦ୍ବ କହିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ-ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବୁଦ୍ଧା ସାଧନା ଉଭୟ ।”

ପାଠଚକ୍ର ଉଭୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ପ୍ରାୟିରେ ବହୁତ ସାହାୟ କରିପାରେ ।



ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରା କେତେକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବନା କାମନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ଓ ସଂଭୋଗର ଅର୍ଦ୍ଧକଠିନ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ସମ୍ପିଣ୍ଣ । ଏହିସବୁ ବୁଝି ବହୁ ଅଂଶରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ, ପୁନରାବୃତ୍ତ ଓ ପୌନ୍ୟପୁନିକ । ଏମାନଙ୍କର ଗତି ବା ପରିଣତି ଅଛେ, ଏମାନେ ଆସନ୍ତର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁମିକାକୁ ଚାରି ଦିଶରେ ଘେରି ରହିଅଛନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାବଳୀ ନେଇ ଆସେ ଆଶିକ ଆନ୍ତର ବିକାଶ, ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ଜୀବନରେହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ବାକିସବୁ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମତର ପ୍ରଗତିର ବୀଜ ସ୍ଵରୂପ ହୁଏ । ଚେତନୟଭାବ ଏକ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର, ନିତ୍ୟ ଅଧିକ ଆୟ-ପ୍ରକାଶ, ଅଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିଣତି,— ଏହାହିଁ ହେଲା ମାନବ-ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଏହାହିଁ ତାହାର ଅନ୍ତିତର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ । ଭାବନା, ସଂକଷ୍ଟ, ଆବେଗ, କାମନା, କର୍ମ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ସାର୍ଥକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ମନୋମାୟ ମାନବ ଜଡ଼ଦେହକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଅଛି, ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆୟ-ଆବିଷ୍ମାର ।

— ଶ୍ରୀଅରବିଦ୍ବ